নবতিতম অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমাসমূহের সংক্ষিপ্তসার

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার হ্রদে তাঁর মহিষীদের সঙ্গ কিভাবে উপভোগ করেছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে। রাণীদের তাঁর বিরহভাব-উচ্ছ্বসিত প্রার্থনাও এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই অধ্যায়ে শ্রীভগবানের লীলাসমূহের সারসংক্ষেপ বিবৃত হয়েছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুবর্গ ও রাণীদের সঙ্গে তাঁর ঐশ্বর্য-নগরী দ্বারকায় বাস করতে লাগলেন। তিনি তাঁর পত্নীদের সঙ্গে প্রাসাদ অঙ্গনের পুষ্করিণীতে ক্রীড়া উপভোগ করতেন, তাঁদের উপর পিচকারি দিয়ে ফোয়ারার মতো জল উৎসারিত করতেন, পরিবর্তে নিজেও অভিষিক্ত হতেন। তাঁর কৃপাময় ইঙ্গিত, সপ্রেম সম্ভাষণ ও কটাক্ষ দৃষ্টিপাত দ্বারা তিনি তাঁদের হৃদয় মুগ্ধ করে রাখতেন। এইভাবে রাণীরাও সম্পূর্ণরূপে তাঁর ভাবনায় মগ্ন থাকতেন। কখনও কখনও শ্রীভগবানের সঙ্গে জলে ক্রীড়া করার পর তাঁরা কুররী পাখি, চক্রবাক্ পাখি, সাগর, চন্দ্র, মেঘ, কোকিল, পর্বত, নদী প্রভৃতি জীবের উদ্দেশ্যে কথা বলে এই সকল জীবের প্রতি সমবেদনা প্রকাশের ছলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের পরম আসক্তির কথা প্রকাশ করতেন।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রাণীদের প্রত্যেকের গর্ভে দশটি করে সন্তানের জন্মদান করেছিলেন। এইসকল পুত্রদের মধ্যে তাঁর পিতার সকল চিন্ময় গুণাবলীর সমান হওয়ার ফলে প্রদ্যুম্নই ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য। প্রদ্যুম্ন রুক্মীর কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁর গর্ভে অনিরুদ্ধের জন্ম হয়েছিল। এরপর অনিরুদ্ধ রুক্মীর পৌত্রীকে বিবাহ করেছিলেন এবং বজ্রের জন্ম দান করেন, যিনি প্রভাসের লৌহ গদা যুদ্ধের সময় পর্যন্ত একমাত্র জীবিত যদু রাজকুমার ছিলেন। প্রতিবাহু থেকে শুরু করে যদু-বংশের অবশিষ্ট বংশধরগণ বজ্র থেকে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে যদুবংশের সদস্যগণ সংখ্যায় অগণিত; বস্তুত, তাঁদের সন্তানদের শিক্ষার জন্যই কেবল যদুগণ ৩,৮৮,০০,০০০ শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হওয়ার পূর্বেই বহু দানব পৃথিবীর মানুষদের উৎপীড়ন করার জন্য এবং ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি ধ্বংস করার জন্য মানব কুলে জন্মগ্রহণ করেছিল। তাদের দমন করার জন্য ভগবান দেবতাদের যদুকুলে জন্মগ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করেন, ফলে তা ১০১টি বংশে বিস্তার লাভ করে। সকল যদুগণই শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান রূপে স্বীকার করেছিলেন এবং তাঁর প্রতি তাঁদের অবিচল বিশ্বাস

ছিল। তাঁরা যখন তাঁর সঙ্গে বিশ্রাম, ভোজন, ভ্রমণ প্রভৃতি করতেন, দিব্য আনন্দে তাঁরা তাঁদের নিজ দেহকে ভুলে থাকতেন।

নিষ্ঠাবান শ্রোতার সফলতার সঙ্কল্পসহ এই দশম স্কন্ধ শেষ হয়েছে—"নিত্যবর্ধিত নিষ্ঠা দ্বারা ভগবান মুকুন্দের সুন্দর বিষয়াদি নিয়মিত শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ দ্বারা মানুষ মৃত্যুর শাসনহীন ভগবানের দিব্যলোক প্রাপ্ত হবেন।"

শ্লোক ১-৭

শ্রীশুক উবাচ

সুখং স্বপুর্যাং নিবসন্ দ্বারকায়াং শ্রিয়ঃ পতিঃ ।
সর্বসম্পৎসমৃদ্ধায়াং জুষ্টায়াং বৃষ্ণিপুঙ্গবৈঃ ॥ ১ ॥
স্ত্রীভিশ্চোত্তমবেষাভির্নবযৌবনকান্তিভিঃ ।
কন্দুকাদিভির্হর্ম্যেষু ক্রীড়ন্তীভিস্তড়িদ্দ্যুভিঃ ॥ ২ ॥
নিত্যং সঙ্কুলমার্গায়াং মদচ্যুদ্ভির্মতঙ্গজৈঃ ।
স্বলঙ্কৃতৈর্ভটৈরশ্বৈ রথৈশ্চ কনকোজ্জ্বলৈঃ ॥ ৩ ॥
উদ্যানোপবনাঢ্যায়াং পুষ্পিতদ্রুমরাজিষু ।
নির্বিশদ্ভৃঙ্গবিহগৈর্নাদিতায়াং সমন্ততঃ ॥ ৪ ॥
রেমে ষোড়শসাহস্রপত্নীনামেকবল্লভঃ ।
তাবদ্বিচিত্ররূপোঽসৌ তদ্গেহেষু মহর্দ্ধিষু ॥ ৫ ॥
প্রোৎফুল্লোৎপলকহ্লারকুমুদাম্ভোজরেণুভিঃ ।
বাসিতামলতোয়েষু কূজদ্দ্বিজকুলেষু চ ॥ ৬ ॥
বিজহার বিগাহ্যাম্ভো হ্রদিনীষু মহোদয়ঃ ।
কুচকুঙ্কুমলিপ্তাঙ্গঃ পরিরব্ধশ্চ যোষিতাম্ ॥ ৭ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **সুখম্**—সুখে; **স্ব**—তাঁর নিজের; **পূর্যাম্**—নগরী; **নিবসন**—বাস করে; **দ্বারকায়াম্**—দ্বারকায়; **শ্রিয়ঃ**—লক্ষ্মীদেবীর; **পতিঃ**—পতি; **সর্ব**—সর্ব; **সম্পৎ**—ঐশ্বর্যে; **সমৃদ্ধায়াম্**—সমৃদ্ধ; **জুষ্টায়াম্**—জনপূর্ণ; **বৃষ্ণি-পুঙ্গবৈঃ**—শ্রেষ্ঠ বৃষ্ণিগণ দ্বারা; **স্ত্রীভিঃ**—নারীগণ দ্বারা; **চ**—এবং; **উত্তম**—উত্তম; **বেষাভিঃ**—বেশ; **নব**—নতুন; **যৌবন**—যৌবনের; **কান্তিভিঃ**—সৌন্দর্য; **কন্দুক-আদিভিঃ**—বল ও অন্যান্য খেলনা দ্বারা; **হর্ম্যেষু**—ছাদে; **ক্রীড়ন্তীভিঃ**—ক্রীড়ারতা; **তড়িৎ**—বিদ্যুতের; **দ্যুভিঃ**—দ্যুতি; **নিত্যম্**—নিত্য; **সঙ্কুল**—সঙ্কুল;

মার্গায়াম্—পথসমূহ; **মদ-চ্যুদ্ভিঃ**—মদস্রাবী; **মতম্**—মত্ত; **গজৈঃ**—হস্তী দ্বারা; **সু**—সুন্দর; **অলঙ্কৃতৈঃ**—অলঙ্কৃত; **ভটৈঃ**—পদাতিক সৈন্য; **অশ্বৈঃ**—অশ্ব; **রথৈঃ**—রথ; **চ**—এবং; **কনক**—স্বর্ণ দ্বারা; **উজ্জ্বলৈঃ**—উজ্জ্বল; **উদ্যান**—উদ্যান; **উপবন**—উপবন; **আঢ্যায়াম্**—সমৃদ্ধ; **পুষ্পিত**—পুষ্পিত; **দ্রুম্**—বৃক্ষের; **রাজিষু**—সারিবদ্ধ; **নির্বিশৎ**—প্রবেশ পূর্বক (সেখানে); **ভৃঙ্গ**—মৌমাছি; **বিহগৈঃ**—এবং পাখী; **নাদিতায়াম্**—কূজনরত; **সমন্ততঃ**—চারদিকে; **রেমে**—তিনি আনন্দ করতেন; **ষোড়শ**—ষোল; **সাহস্র**—সহস্র; **পত্নীনাম্**—পত্নীদের; **এক**—একমাত্র; **বল্লভঃ**—প্রিয়তম; **তাবৎ**—তত সংখ্যক; **বিচিত্র**—বিচিত্র; **রূপঃ**—রূপে; **অসৌ**—তিনি; **তৎ**—তাদের; **গৃহেষু**—গৃহে; **মহা-ঋদ্ধিষু**—মহা-সমৃদ্ধশালী; **প্রোৎফুল্ল**—প্রস্ফুটিত; **উৎপল**—জলপদ্মের; **কহ্লার**—শ্বেত পদ্ম; **কুমুদ**—নিশীথ পদ্ম; **অম্ভোজ**—এবং দিনে প্রস্ফুটিত পদ্ম; **রেণুভিঃ**—রেণু দ্বারা; **বাসিত**—সুবাসিত; **অমল**—নির্মল; **তোয়েষু**—জলে; **কূজতঃ**—কূজনরত; **দ্বিজ**—পাখির; **কুলেষু**—কুল; **চ**—এবং; **বিজহার**—তিনি ক্রীড়া করতেন; **বিগাহ্য**—অবগাহন পূর্বক; **অম্ভঃ**—জলে; **হ্রদিনীষু**—হ্রদের; **মহা-উদয়ঃ**—মহাপ্রভাবশালী ভগবান; **কুচ**—তাদের স্তন থেকে; **কুঙ্কুম**—কুঙ্কুম দ্বারা; **লিপ্ত**—লিপ্ত; **অঙ্গঃ**—তাঁর দেহ; **পরিরব্ধঃ**—আলিঙ্গিত; **চ**—এবং; **যোষিতাম্**—রমণীগণ দ্বারা।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—লক্ষ্মীপতি সকল ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ, শ্রেষ্ঠ বৃষ্ণিগণ ও তাদের উত্তম বেশসম্পন্না পত্নীদের দ্বারা বিদ্যমান, তাঁর রাজধানী নগরী দ্বারকায় সুখে বাস করছিলেন। এই সকল প্রস্ফুটিত যৌবনা সুন্দরী রমণীরা যখন নগরীর প্রাসাদের উপর ছাদে বল ও অন্যান্য খেলনা সহ খেলা করতেন, তখন তাদের বিদ্যুতের দ্যুতির মতো উজ্জ্বল মনে হত। নগরীর প্রধান পথ সর্বদা মদস্রাবী হাতী, অশ্বারোহী সৈন্য, সুভূষিত পদাতিক সেনা ও স্বর্ণদ্বারা উজ্জ্বলরূপে সুসজ্জিত রথারোহী সৈন্যদ্বারা আকীর্ণ থাকত। কুসুমিত বৃক্ষরাজি যুক্ত নগরীর সৌন্দর্য বর্ধনকারী বহু উদ্যান ও উপবন ছিল, যেখানে মৌমাছি ও পাখিরা সমবেত হয়ে চতুর্দিকে তাদের গানে মুখর করে তুলত।

শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তাঁর ষোল হাজার পত্নীর একমাত্র প্রিয়তম। নিজেকে ষোল হাজার দিব্য রূপে বিস্তার করে তিনি তাঁর প্রত্যেক রাণীর সঙ্গে তাদের নিজ সম্পদে সমৃদ্ধ পুরীতে আনন্দ উপভোগ করতেন। এই সকল প্রাসাদ অঙ্গনে ছিল প্রস্ফুটিত উৎপল, কহ্লার, কুমুদ ও অম্ভোজ পদ্মসমূহের সৌরভে সুরভিত এবং কূজনরত পক্ষী কুলে পূর্ণ স্বচ্ছ হ্রদ। সর্বশক্তিমান ভগবান সেই সকল হ্রদে ও বিভিন্ন নদীতে প্রবেশ করে জলক্রীড়া উপভোগ করতেন এবং তাঁর পত্নীরা যখন তাঁকে আলিঙ্গন করতেন, তখন তাঁর দেহ তাদের স্তনের কুঙ্কুম দ্বারা লিপ্ত হত।

তাৎপর্য

বৈষ্ণব লেখকগণের কাব্যিক রচনার একটি নিয়ম হচ্ছে—*মধুরেণ সমাপয়েত* অর্থাৎ "বিশেষ মধুরভাবের মধ্যে একটি সাহিত্যকর্ম সমাপ্ত হওয়া উচিত।" চিন্ময় বিষয়ের পরম সুস্বাদু বর্ণনাকার শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাই *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধের এই শেষ অধ্যায়ে ভগবানের মহিষীদের ভাবাবিষ্ট প্রার্থনাসহ, দ্বারকায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণীয় বসবাসকালীন সময়ের জলক্রীড়ার বর্ণনা প্রদান করেছেন।

শ্লোক ৮-৯

উপগীয়মানো গন্ধর্বৈর্মৃদঙ্গপণবানকান্ ।
বাদয়দ্ভির্মুদা বীণাং সূতমাগধবন্দিভিঃ ॥ ৮ ॥
সিচ্যমানোঽচ্যুতস্তাভির্হসন্তীভিঃ স্ম রেচকৈঃ ।
প্রতিসিঞ্চন্ বিচিক্রীড়ে যক্ষীভির্যক্ষরাড়িব ॥ ৯ ॥

উপগীয়মানঃ—গানের মাধ্যমে মহিমা কীর্তিত হয়ে; **গন্ধর্বৈঃ**—গন্ধর্বগণ দ্বারা; **মৃদঙ্গ-পণব-আনকান্**—মৃদঙ্গ, পণব ও আনক বাদ্য; **বাদয়দ্ভিঃ**—বাদনরত; **মুদা**—আনন্দে; **বীণাম্**—বীণা; **সূত-মাগধ-বন্দিভিঃ**—সূত, মাগধ এবং বন্দি আবৃত্তিকারগণ; **সিচ্যমানঃ**—জল দ্বারা সিঞ্চিত হয়ে; **অচ্যুতঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **তাভিঃ**—তাঁদের দ্বারা (তাঁর পত্নীগণ); **হসন্তীভিঃ**—হাস্যরত; **স্ম**—বস্তুত; **রেচকৈঃ**—পিচকারি দ্বারা; **প্রতিসিঞ্চন্**—তাদেরকে প্রতিসিঞ্চিত করে; **বিচিক্রীড়ে**—তিনি ক্রীড়া করতেন; **যক্ষীভিঃ**—যক্ষীদের সঙ্গে; **যক্ষ-রাট্**—যক্ষ-রাজ (কুবের); **ইব**—যেমন।

অনুবাদ

গন্ধর্বগণ যখন আনন্দের সঙ্গে মৃদঙ্গ, পণব ও আনক বাদ্য সহ তাঁর স্তবগান করত এবং সূত, মগধ ও বন্দি নামক পেশাদার কবিয়ালগণ বীণা বাদন সহ তাঁর উদ্দেশ্যে কবিতা আবৃত্তি করত। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পত্নীদের সঙ্গে জলে ক্রীড়া করতেন। হাসতে হাসতে তাঁর রাণীরা পিচকারি দিয়ে তাঁর গায়ে জল সিঞ্চন করতেন এবং তিনিও তাঁদের প্রতি প্রতিসিঞ্চন করতেন। যক্ষরাজ যেভাবে যক্ষীদের সঙ্গে ক্রীড়া করেন, শ্রীকৃষ্ণ ঠিক সেইভাবে তাঁর রাণীদের সঙ্গে ক্রীড়া করতেন।

শ্লোক ১০

তাঃ ক্লিন্নবস্ত্রবিবৃতোরুকুচপ্রদেশাঃ
সিঞ্চন্ত্য উদ্ধৃতবৃহৎকবরপ্রসূনাঃ ।

কান্তং স্ম রেচকজিহীর্ষয়োপগুহ্য
জাতস্মরোৎস্ময়লসদ্বদনা বিরেজুঃ ॥ ১০ ॥

তাঃ—তাঁরা (শ্রীকৃষ্ণের রাণীরা); ক্লিন্ন—সিক্ত; বস্ত্র—বস্ত্র; বিবৃত—প্রকাশিত; ঊরু—উরু; কুচ—তাঁদের স্তন; প্রদেশাঃ—মণ্ডল; সিঞ্চন্ত্যঃ—সিঞ্চিত; উদ্ধৃত—স্খলিত; বৃহৎ—বৃহৎ; কবর—খোঁপা থেকে; প্রসূনাঃ—ফুল; কান্তম্—তাঁদের প্রিয়তম; স্ম—বস্তুত; রেচক—তাঁর পিচকারি; জিহীর্ষয়া—হরণের আকাঙ্ক্ষায়; উপগুহ্য—আলিঙ্গন পূর্বক; জাত—জাত; স্মর—কামের অনুভূতির; উৎস্ময়—বিস্তৃত হাস্যযুক্ত; লসৎ—উদ্ভাসিত; বদনাঃ—মুখমণ্ডল; বিরেজুঃ—তাঁদের দীপ্তিশীল দেখাচ্ছিল।

অনুবাদ

রাণীদের সিক্ত বসনের অভ্যন্তর থেকে তাঁদের ঊরু ও স্তন স্পষ্ট হয়ে উঠত। তাঁরা যখন তাঁদের প্রিয়তমকে জল সিঞ্চন করতেন, তাঁদের বৃহৎ কবরীতে আবদ্ধ ফুলগুলি স্খলিত হত এবং তাঁর পিচকারিটি অপহরণের জন্য তাঁরা তাঁকে আলিঙ্গন করলে তাঁর স্পর্শে তাঁদের কামভাব বর্ধিত হওয়ায় তাঁদের মুখমণ্ডল হাসিতে উজ্জ্বল হত। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাণীরা দীপ্তিমান সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হতেন।

শ্লোক ১১

কৃষ্ণস্তু তৎস্তনবিষজ্জিতকুঙ্কুমস্রক্-
ক্রীড়াভিষঙ্গধূতকুন্তলবৃন্দবন্ধঃ ।
সিঞ্চন্ মুহুর্যুবতিভিঃ প্রতিষিচ্যমানো
রেমে করেণুভিরিবেভপতিঃ পরীতঃ ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; তু—এবং; তৎ—তাঁদের; স্তন—স্তন থেকে; বিষজ্জিত—লিপ্ত হয়ে ওঠা; কুঙ্কুম—কুঙ্কুম; স্রক্—ফুল মালায়; ক্রীড়া—ক্রীড়ায়; অভিষঙ্গ—অভিনিবেশ হেতু; ধূত—কম্পিত; কুন্তল—কুন্তলের; বৃন্দ—সকল; বন্ধঃ—বন্ধন; সিঞ্চন্—অভিষিক্ত হয়ে; মুহুঃ—পুনঃ পুনঃ; যুবতিভিঃ—যুবতীগণ দ্বারা; প্রতিষিচ্যমানঃ—প্রতি জলসিঞ্চিত হয়ে; রেমে—তিনি উপভোগ করতেন; করেণুভিঃ—হস্তিনী দ্বারা; ইব—যেন; ইভপতিঃ—হস্তীরাজ; পরীতঃ—বেষ্টিত।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ফুলমালা তাঁদের স্তনের কুঙ্কুমে লিপ্ত হয়ে উঠত এবং তাঁর কুন্তলরাশি ক্রীড়াভিনিবেশ হেতু অবিন্যস্ত হয়ে পড়ত। হস্তিরাজ যেমন তাঁর

হস্তিনী দলের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করে, তেমনিভাবে শ্রীভগবান স্বয়ং তাঁর যুবতী পত্নীদের প্রতি জল সিঞ্চন করে এবং তাঁরাও শ্রীভগবানের দিকে জলসিঞ্চন করে আনন্দ উপভোগ করতেন।

শ্লোক ১২

নটানাং নর্তকীনাং চ গীতবাদ্যোপজীবিনাম্ ।
ক্রীড়ালঙ্কারবাসাংসি কৃষ্ণোঽদাৎ তস্য চ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১২ ॥

নটানাম্—নটগণকে; **নর্তকীনাম্**—নটীগণকে; **চ**—এবং; **গীত**—গানের দ্বারা; **বাদ্য**—এবং বাদ্য যন্ত্র বাজানোর দ্বারা; **উপজীবিনাম্**—যারা জীবনধারণ করে; **ক্রীড়া**—তাঁর ক্রীড়া থেকে; **অলঙ্কার**—অলঙ্কার; **বাসাংসি**—এবং বস্ত্রসমূহ; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **অদাৎ**—প্রদান করতেন; **তস্য**—তাঁর; **চ**—এবং; **স্ত্রীয়ঃ**—পত্নীগণ।

অনুবাদ

পরে, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর পত্নীরা তাঁদের জলক্রীড়া কালীন পরিধেয় অলঙ্কার ও বস্ত্রসমূহ, গান করে ও বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে যারা জীবিকা নির্বাহ করেন, সেইসব নট ও নটীদের প্রদান করতেন।

শ্লোক ১৩

কৃষ্ণস্যৈবং বিহরতো গত্যালাপেক্ষিতস্মিতৈঃ ।
নর্মক্ষ্বেলিপরিষ্বঙ্গৈঃ স্ত্রীণাং কিল হৃতা ধিয়ঃ ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণস্য—শ্রীকৃষ্ণের; **এবম্**—এইভাবে; **বিহরতঃ**—ক্রীড়ারত; **গতি**—গমনভঙ্গি দ্বারা; **আলাপ**—কথোপকথন; **ঈক্ষিত**—দৃষ্টিপাত করা; **স্মিতৈঃ**—এবং হাস্য; **নর্ম**—পরিহাস দ্বারা; **ক্ষ্বেলি**—ক্রীড়া; **পরিষ্বঙ্গৈঃ**—এবং আলিঙ্গন; **স্ত্রীণাম্**—পত্নীদের; **কিল**—বস্তুত; **হৃতাঃ**—হরণ করেছিল; **ধিয়ঃ**—চিত্ত।

অনুবাদ

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রাণীদের সঙ্গে ক্রীড়া করে তাঁর ইশারা, কথোপকথন, দৃষ্টিপাত এবং হাস্য পরিহাসযুক্ত ক্রীড়া ও আলিঙ্গনের দ্বারা সামগ্রিকভাবে তাঁদের চিত্তকে মোহিত করতেন।

শ্লোক ১৪

ঊচুর্মুকুন্দৈকধিয়ো গির উন্মত্তবজ্জড়ম্ ।
চিন্তয়ন্ত্যোঽরবিন্দাক্ষং তানি মে গদতঃ শৃণু ॥ ১৪ ॥

উচুঃ—তাঁরা বলেছিলেন; **মুকুন্দ**—শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে; **এক**—কেবলমাত্র; **ধিয়ঃ**—যাদের মন; **গিরঃ**—বাক্যসমূহ; **উন্মত্ত**—উন্মত্ত; **বৎ**—রূপে; **জড়ম্**—হতবুদ্ধিকর; **চিন্তয়ন্ত্যঃ**—চিন্তা করে; **অরবিন্দ-অক্ষম্**—পদ্মলোচন শ্রীভগবান সম্বন্ধে; **তানি**—এই সকল (কথা); **মে**—আমার থেকে; **গদতঃ**—যে আমি বলছি; **শৃণু**—শ্রবণ কর।

অনুবাদ

কৃষ্ণগতচিত্তা রাণীরা ভাববিহ্বলতায় হতবুদ্ধি হয়ে যেতেন। তখন, তাঁদের পদ্মলোচন প্রভুকে চিন্তা করতে করতে তাঁরা উন্মত্তের মতো কথা বলতেন। আমি তাঁদের সেই সকল কথা বর্ণনা করছি, দয়া করে শ্রবণ করুন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্লেষণ করছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের রাণীগণের এই আপাত উন্মাদনা, যেন তাঁরা *ধুত্তুরা* বা অন্য কোন ভ্রম উৎপাদনকারী মাদক দ্বারা মত্ত হয়েছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বগতভাবে *প্রেম-বৈচিত্র্য* নামে পরিচিত ক্রমপর্যায়িক শুদ্ধ ভগবৎপ্রেমের ষষ্ঠ স্তরের প্রকাশ ছিল। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *উজ্জ্বল নীলমণি* (১৫/১৩৪) গ্রন্থে এই অনুরাগের বিচিত্রতার উল্লেখ করেছেন—

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্তিভৎ প্রেমবৈচিত্র্যমুচ্যতে ॥

"যখন কারও চূড়ান্ত প্রেমের এক স্বাভাবিক উৎকর্ষতারূপে কেউ প্রিয়তমের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি সত্ত্বেও বিরহ বেদনা অনুভব করে, সেই অবস্থাকে *প্রেমবৈচিত্র্য* বলা হয়।"

শ্লোক ১৫

মহিষ্য উচুঃ

কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে
স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ ।
বয়মিব সখি কচ্চিদ্ গাঢ়নির্বিদ্ধচেতা
নলিননয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন ॥ ১৫ ॥

মহিষ্য উচুঃ—মহিষীগণ বললেন; **কুররি**—হে কুররি পাখি (স্ত্রী-বক); **বিলপসি**—বিলাপ করছ; **ত্বম্**—তুমি; **বীত**—বঞ্চিত; **নিদ্রা**—নিদ্রার; **ন শেষে**—তুমি শয়ন করছ না; **স্বপিতি**—নিদ্রা যাচ্ছেন; **জগতি**—(কোথাও) এই জগতে; **রাত্র্যাম্**—রাত্রিকালে; **ঈশ্বরঃ**—ভগবান; **গুপ্ত**—গুপ্ত; **বোধঃ**—যার অবস্থান; **বয়ম্**—আমরা; **ইব**—ন্যায়; **সখি**—হে সখি; **কচ্চিৎ**—কি; **গাঢ়**—গভীরভাবে; **নির্বিদ্ধ**—বিদ্ধ হয়েছে; **চেতাঃ**

—হৃদয়; **নলিন**—একটি পদ্মের (মতো); **নয়ন**—নয়ন; **হাস**—হাস্য; **উদার**—উদার; **লীলা**—লীলা; **ঈক্ষিতেন**—দৃষ্টিপাতের দ্বারা।

অনুবাদ

রাণীরা বললেন—হে কুররী পাখি, তুমি বিলাপ করছ। এখন রাত্রিকাল এবং পৃথিবীর কোনও এক গুপ্ত স্থানে ভগবান নিদ্রা যাচ্ছেন। কিন্তু হে সখি, নিদ্রায় অসমর্থ হয়ে তুমি জেগে আছ। কমলনয়ন ভগবানের উদার, লীলাময় হাস্যযুক্ত দৃষ্টিপাতের দ্বারা আমাদের মতো, তোমার হৃদয়ও কি বিদ্ধ হয়েছে?

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, রাণীদের অপ্রাকৃত উন্মাদনা তাঁদের এক এমন ভাবোচ্ছ্বাসে পূর্ণ করেছিল যে, তাদের আপন ভাবকে তাঁরা সবকিছুর মধ্যে এবং প্রত্যেকের মধ্যে প্রতিফলিত দর্শন করতেন। এখানে যাকে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের বিরহে দুঃখিতা রূপে গ্রহণ করছেন, সেই কুররি পাখির উদ্দেশে তাঁরা বলছেন যে, ভগবানের যদি তার বা তাদের নিজেদের জন্য কোন উদ্বেগ থাকত, তা হলে সেই মুহূর্তে তিনি সুখে নিদ্রা যেতেন না। তাঁরা সাবধান করছেন যে, কুররি যেন শ্রীকৃষ্ণ তার বিলাপ শুনবেন এবং কৃপা করবেন এরকম আশা না করে। কুররি যদি মনে করে থাকে যে, কৃষ্ণ তাঁর রাণীগণের সঙ্গে হয়ত নিদ্রা যাচ্ছেন, তাই তাঁরা *গুপ্ত বোধ* অর্থাৎ তাঁর অবস্থান তাদের কাছে অজ্ঞাত বলে সেই ভাবনাকে প্রত্যাখ্যান করছেন। তিনি হয়ত এই জগতের বাইরে কোথাও রয়েছেন এই রাত্রে, কিন্তু তাঁকে খুঁজতে কোথায় যেতে হবে সেই সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা নেই। তাঁরা ক্রন্দন করলেন, "আহা, হে প্রিয় পাখি, যদিও তুমি একটি সাধারণ জীব, কিন্তু আমাদের মতো তোমার হৃদয়ও গভীরভাবে বিদ্ধ হয়েছে। তোমার নিশ্চয়ই আমাদের কৃষ্ণের সঙ্গে কোন সংস্রব ছিল। তুমি কেন এখনও তাঁর প্রতি তোমার হতাশ আসক্তি পরিত্যাগ করছ না?"

শ্লোক ১৬

নেত্রে নিমীলয়সি নক্তমদৃষ্টবন্ধুস্
ত্বং রোরবীষি করুণং বত চক্রবাকি ।
দাস্যং গতা বয়মিবাচ্যুতপাদজুষ্টাং
কিং বা স্রজং স্পৃহয়সে কবরেণ বোঢ়ুম্ ॥ ১৬ ॥

নেত্রে—তোমার নয়ন; **নিমীলয়সি**—তুমি মুদিত রেখেছ; **নক্তম্**—রাত্রিকালে; **অদৃষ্ট**—না দর্শন করে; **বন্ধুঃ**—প্রিয়তমকে; **ত্বম্**—তুমি; **রোরবীষি**—ক্রন্দন করছ;

করুণম্—করুণভাবে; **বত**—আহা; **চক্রবাকি**—হে চক্রবাকি (নারী সারস পাখী); **দাস্যম্**—দাসীত্ব; **গতা**—প্রাপ্ত হয়ে; **বয়ম্ ইব**—আমাদের মত; **অচ্যুত**—কৃষ্ণের; **পাদ**—পদদ্বয় দ্বারা; **জুষ্টাম্**—সেবিত; **কিম্**—কি; **বা**—বা; **স্রজম্**—ফুল মালা; **স্পৃহয়সে**—তুমি আকাঙ্ক্ষা করছ; **কবরেণ**—তোমার চুলের খোঁপায়; **বোঢুম্**—বহন করার।

অনুবাদ

দুঃখী চক্রবাকী, তোমার চোখ বন্ধ করার পরও তুমি সারা রাত্রি ধরে তোমার অদর্শিত পতির জন্য করুণভাবে ক্রন্দন করছ। অথবা এটা কি ঠিক যে তুমি আমাদের মতো অচ্যুতের দাসী হয়েছ এবং তাঁর পাদ-স্পর্শে ধন্য ফুল মালাকে তোমার খোঁপায় পরিধান করার জন্য লালায়িত হয়েছ?

শ্লোক ১৭

ভো ভোঃ সদা নিষ্টনসে উদন্বন্
অলব্ধনিদ্রোঽধিগতপ্রজাগরঃ ।
কিং বা মুকুন্দাপহৃতাত্মলাঞ্ছনঃ
প্রাপ্তাং দশাং ত্বং চগতো দুরত্যয়াম্ ॥ ১৭ ॥

ভোঃ—প্রিয়; **ভোঃ**—প্রিয়; **সদা**—সর্বদা; **নিষ্টনসে**—গর্জন করছ; **উদন্বন্**—হে সাগর; **অলব্ধ**—প্রাপ্ত না হয়ে; **নিদ্রঃ**—নিদ্রা; **অধিগত**—প্রাপ্ত হয়ে; **প্রজাগর**—জাগরণ; **কিম্ বা**—অথবা, সম্ভবত; **মুকুন্দ**—কৃষ্ণের দ্বারা; **অপহৃত**—অপহৃত; **আত্ম**—নিজ; **লাঞ্ছনঃ**—চিহ্ন সকল; **প্রাপ্তাম্**—প্রাপ্ত (আমাদের দ্বারা); **দশাম্**—অবস্থা; **ত্বম্**—তুমি; **চ**—ও; **গতঃ**—প্রাপ্ত হয়েছ; **দুরত্যয়াম্**—দুর্লঙ্ঘ্য।

অনুবাদ

হে সাগর, তুমি সর্বদা রাত্রে না ঘুমিয়ে গর্জন করছ। তুমি কি অনিদ্রায় ভুগছ? অথবা আমাদের সঙ্গে, মুকুন্দ তোমারও চিহ্ন সকল অপহরণ করেছে কি এবং তুমি তাদের পুনরুদ্ধারের বিষয়ে নিরাশ কি?

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করছেন যে, যেখান থেকে বহু পূর্বে লক্ষ্মী ও কৌস্তুভ মণি উত্থিত হয়েছিল, সেই দিব্য দুধ সাগরের সঙ্গে দ্বারকাকে পরিবেষ্টন করে থাকা সমুদ্রকে কৃষ্ণের রাণীরা এক ভেবে ভুল করছেন। এই সমস্ত কিছু (লক্ষ্মী ও কৌস্তুভ মণি) শ্রীবিষ্ণু দ্বারা অপহৃত হয়েছিল এবং তাঁরা এখন তাঁর বক্ষে বাস করছেন। রাণীরা ভেবেছিলেন যে, সাগর পুনরায় ভগবানের বক্ষোপরে লক্ষ্মীর

নিবাস ও কৌস্তুভ মণির চিহ্ন দর্শন করার জন্য উদ্বিগ্ন হবেন আর তাই তাঁরা এই বলে সহানুভূতি জ্ঞাপন করছেন যে, তাঁরাও সেই চিহ্নগুলি দর্শন করতে ইচ্ছুক। এছাড়া রাণীরা ভগবানের বক্ষে কুঙ্কুম চিহ্নও দর্শন করতে ইচ্ছুক যা তিনি, যখন তাঁরা তাঁকে আলিঙ্গন করেছিলেন, তাঁদের স্তন থেকে গ্রহণ করেছিলেন"।

শ্লোক ১৮

ত্বং যক্ষ্মণা বলবতাসি গৃহীত ইন্দো
ক্ষীণস্তমো ন নিজদীধিতিভিঃ ক্ষিণোষি ।
কচ্চিন্মুকুন্দগদিতানি যথা বয়ং ত্বং
বিস্মৃত্য ভোঃ স্থগিতগীরুপলক্ষ্যসে নঃ ॥ ১৮ ॥

ত্বম্—তুমি; **যক্ষ্মণা**—ক্ষয়রোগ দ্বারা; **বল-বতা**—বলবান; **অসি**—হয়েছ; **গৃহীতঃ**—আক্রান্ত হয়ে; **ইন্দো**—হে চন্দ্র; **ক্ষীণঃ**—ক্ষীণ হয়েছ; **তমঃ**—অন্ধকার; **ন**—না; **নিজ**—তোমার; **দীধিতিভিঃ**—কিরণ দ্বারা; **ক্ষিণোসি**—তুমি নষ্ট কর; **কচ্চিৎ**—কি; **মুকুন্দ-গদিতানি**—মুকুন্দ দ্বারা কৃত উক্তি সকল; **যথা**—মতো; **বয়ম্**—আমাদের; **ত্বম্**—তুমি; **বিস্মৃত্য**—বিস্মৃত হচ্ছ; **ভোঃ**—প্রিয়; **স্থগিত**—স্তম্ভিত; **গীঃ**—বাক্য; **উপলক্ষ্যসে**—তুমি প্রতীয়মান হচ্ছ; **নঃ**—আমাদের কাছে।

অনুবাদ

হে চন্দ্র, ভয়ঙ্কর ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে তুমি এতটাই ক্ষীণ হয়েছ যে, তোমার কিরণ দ্বারা অন্ধকার দূর করতে পারছ না। অথবা আমাদের মতো কোন এক সময় তোমার প্রতি মুকুন্দকৃত উৎসাহজনক সঙ্কল্পসমূহ তুমি স্মরণ করতে পারছ না বলে আমাদের কাছে তুমি স্তব্ধবাক রূপে প্রতীয়মান হচ্ছ কি?

শ্লোক ১৯

কিং ন্বাচরিতমস্মাভির্মলয়ানিল তেঽপ্রিয়ম্ ।
গোবিন্দাপাঙ্গনির্ভিন্নে হৃদীরয়সি নঃ স্মরম্ ॥ ১৯ ॥

কিম্—কি; **নু**—বস্তুত; **আচরিতম্**—আচরণ করেছি; **অস্মাভিঃ**—আমরা; **মলয়**—মলয় পর্বতের; **অনিল**—হে বায়ু; **তে**—তোমার প্রতি; **অপ্রিয়ম্**—অপ্রিয়; **গোবিন্দ**—কৃষ্ণের; **অপাঙ্গ**—কটাক্ষ দৃষ্টিপাত দ্বারা; **নির্ভিন্নে**—বিদীর্ণ হওয়ায়; **হৃদি**—হৃদয়; **ঈরয়সি**—তুমি উৎসাহ প্রদান করছ; **নঃ**—আমাদের; **স্মরম্**—কাম।

অনুবাদ

হে মলয় পবন, তোমাকে অসন্তুষ্ট করার জন্য আমরা কি এমন করেছি যে, গোবিন্দের কটাক্ষ দৃষ্টিপাত দ্বারা ইতিমধ্যে বিদীর্ণ আমাদের হৃদয়ে তুমি কামকে প্রেরণ করছ?

শ্লোক ২০

মেঘ শ্রীমংস্ত্বমসি দয়িতো যাদবেন্দ্রস্য নূনং
শ্রীবৎসাঙ্কং বয়মিব ভবান্ ধ্যায়তি প্রেমবদ্ধঃ ।
অত্যুৎকণ্ঠঃ শবলহৃদয়োঽস্মদ্বিধো বাষ্পধারাঃ
স্মৃত্বা স্মৃত্বা বিসৃজসি মুহুর্দুঃখদস্তৎপ্রসঙ্গঃ ॥ ২০ ॥

মেঘ—হে মেঘ; **শ্রীমন্**—শ্রীমান; **ত্বম্**—তুমি; **অসি**—হচ্ছ; **দয়িতঃ**—প্রিয় সখা; **যাদব-ইন্দ্রস্য**—যাদব-প্রধানের; **নূনম্**—নিশ্চয়ই; **শ্রীবৎস-অঙ্কম্**—শ্রীবৎস নামে পরিচিত বিশেষ চিহ্ন (তাঁর বক্ষে) বহনকারী; **বয়ম্**—আমরা; **ইব**—মতো; **ভবান্**—আপনার; **ধ্যায়তি**—স্মরণ করছ; **প্রেম**—শুদ্ধ প্রেম দ্বারা; **বদ্ধঃ**—আবদ্ধ; **অতি**—অতিশয়; **উৎকণ্ঠঃ**—উৎকণ্ঠিত; **শবল**—মলিন; **হৃদয়ঃ**—চিত্ত; **অস্মৎ**—যেমন আমাদের (হৃদয়); **বিধঃ**—একই ভাবে; **বাষ্প**—অশ্রু; **ধারাঃ**—ধারা; **স্মৃত্বা স্মৃত্বা**—নিরন্তর স্মরণপূর্বক; **বিসৃজসি**—তুমি মুক্ত কর; **মুহুঃ**—পুনঃ পুনঃ; **দুঃখ**—দুঃখ; **দঃ**—প্রদান করে; **তৎ**—তাঁর; **প্রসঙ্গঃ**—সঙ্গ।

অনুবাদ

হে শ্রীমান মেঘ, তুমি নিঃসন্দেহে শ্রীবৎস চিহ্নধারী যাদব প্রধানের অতি প্রিয়। আমাদের মতো তুমি প্রেম দ্বারা তাঁর প্রতি আবদ্ধ হয়ে তাঁকে স্মরণ করছ। তোমার হৃদয় আমাদের হৃদয়ের মতো অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় পীড়িত এবং পুনঃ পুনঃ তাঁকে স্মরণ করতে করতে তুমি অশ্রুধারা বর্ষণ করছ। কৃষ্ণ সঙ্গ এমনই দুঃখ নিয়ে আসে।

তাৎপর্য

আচার্যগণ এই শ্লোকটিকে এইভাবে বর্ণনা করছেন—প্রখর সূর্যকিরণ থেকে তাঁকে রক্ষা করে মেঘ শ্রীকৃষ্ণের সখার মতো আচরণ করে এবং তাই ভগবানের এমন পরম সুহৃদ মানুষও নিশ্চিতরূপে তাঁর কল্যাণ চিন্তায় নিরন্তর তাঁকে স্মরণ করে। যদিও মেঘ ভগবানের নীলবর্ণের অংশীদার, কিন্তু এটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, যেমন তাঁর শ্রীবৎস চিহ্ন যা এই ধ্যানে বিশেষভাবে তাকে আকর্ষণ করছে। কিন্তু ফলটি কি? কেবলই দুঃখ, মেঘ হতাশাচ্ছন্ন হয়, তাই নিরন্তর বৃষ্টির ছলে

অশ্রু বর্ষণ করে। তাই, রাণীরা তাকে উপদেশ প্রদান করছেন, "কৃষ্ণের প্রতি বেশি আগ্রহ প্রকাশ না করাই তোমার পক্ষে ভাল হবে।"

শ্লোক ২১

প্রিয়রাবপদানি ভাষসে মৃতসঞ্জীবিকয়ানয়া গিরা ।
করবাণি কিমদ্য তে প্রিয়ং বদ মে বল্গিতকণ্ঠ কোকিল ॥ ২১ ॥

প্রিয়—প্রিয়; **রাব**—যার ধ্বনির; **পদানি**—শব্দসমূহ; **ভাষসে**—তুমি উচ্চারণ করছ; **মৃত**—মৃত; **সঞ্জীবিকয়া**—যা পুনর্জীবন দান করে; **অনয়া**—এই; **গিরা**—স্বর; **করবাণি**—আমরা করব; **কিম্**—কি; **অদ্য**—আজ; **তে**—তোমার জন্য; **প্রিয়ম্**—প্রিয়; **বদ**—দয়া করে বল; **মে**—আমাকে; **বল্গিত**—মধুর (সেই ধ্বনিসমূহ দ্বারা); **কণ্ঠ**—কণ্ঠী; **কোকিল**—হে কোকিল।

অনুবাদ

হে মধুর কণ্ঠী কোকিল, মৃতসঞ্জীবনী স্বরে তুমি সেই একই শব্দ ধ্বনিত করছ যা আমরা একসময় পরম রমণীয় বক্তা, আমাদের প্রিয়তমের কাছ থেকে শ্রবণ করেছিলাম। দয়া করে বল, তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আজ আমি কি করতে পারি।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের বর্ণনা অনুযায়ী কোকিলের সঙ্গীত অত্যন্ত মধুর হলেও শ্রীকৃষ্ণের পত্নীরা তা বেদনাদায়ক রূপে অনুভব করেছেন, কারণ তা তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে এবং তাদের বিরহকে তিক্ত করে তুলছে।

শ্লোক ২২

ন চলসি ন বদস্যুদারবুদ্ধে
ক্ষিতিধর চিন্তয়সে মহান্তমর্থম্ ।
অপি বত বসুদেবনন্দনাঙ্ঘ্রিং
বয়মিব কাময়সে স্তনৈর্বিধর্তুম্ ॥ ২২ ॥

ন চলসি—তুমি নিস্পন্দ; **ন বদসি**—তুমি নির্বাক; **উদার**—উদার; **বুদ্ধে**—বুদ্ধি; **ক্ষিতিধর**—হে পর্বত; **চিন্তয়সে**—তুমি চিন্তা করছ; **মহান্তম্**—মহান; **অর্থম্**—বিষয় সম্বন্ধে; **অপি বত**—সম্ভবত; **বসুদেব-নন্দন**—বসুদেবের প্রিয় পুত্রের; **অঙ্ঘ্রিম্**—পদদ্বয়; **বয়ম্**—আমরা; **ইব**—যেমন; **কাময়সে**—তুমি আকাঙ্ক্ষা কর; **স্তনৈঃ**—তোমার স্তনে (শৃঙ্গ); **বিধর্তুম্**—ধারণ করতে।

অনুবাদ

হে উদার পর্বত, তুমি সচলও নও এবং কথাও বলছ না। তুমি নিশ্চয়ই মহান গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছ। অথবা, তুমি কি আমাদের মতো বসুদেবের প্রিয় পুত্রের পাদদ্বয় তোমার স্তনে ধারণ করতে আকাঙ্ক্ষা করছ?

তাৎপর্য

এখানে *স্তনৈঃ* অর্থাৎ "তোমাদের স্তনে" কথাটি পর্বতের চূড়াকে বোঝাচ্ছে।

শ্লোক ২৩

শুষ্যদ্ধ্রদাঃ করশিতা বত সিন্ধুপত্ন্যঃ
সম্প্রত্যপাস্তকমলশ্রিয় ইষ্টভর্তুঃ ।
যদ্বদ্বয়ং মধুপতেঃ প্রণয়াবলোকম্
অপ্রাপ্য মুষ্টহৃদয়াঃ পুরুকর্শিতাঃ স্ম ॥ ২৩ ॥

শুষ্যৎ—শুষ্ক হয়েছে; **হ্রদাঃ**—হ্রদসমূহ; **করশিতাঃ**—কৃশতা; **বত**—হায়; **সিন্ধু**—সাগরের; **পত্ন্যঃ**—হে পত্নীগণ; **সম্প্রতি**—এখন; **অপাস্ত**—হারানো; **কমল**—পদ্মসমূহের; **শ্রিয়ঃ**—ঐশ্বর্য; **ইষ্ট**—প্রিয়তম; **ভর্তুঃ**—পতিগণের; **যদ্বৎ**—ঠিক যেমন; **বয়ম্**—আমরা; **মধু-পতেঃ**—মধুর অধীশ্বর, কৃষ্ণের; **প্রণয়**—প্রণয়; **অবলোকম্**—দৃষ্টিপাত; **অপ্রাপ্য**—প্রাপ্ত না হয়ে; **মুষ্ট**—প্রবঞ্চিত; **হৃদয়াঃ**—হৃদয়; **পুরু**—সামগ্রিকভাবে; **কর্শিতাঃ**—কৃশ; **স্ম**—আমরা হয়েছি।

অনুবাদ

হে সাগরপত্নী নদীগণ, তোমাদের হ্রদ এখন শুষ্ক হয়েছে। হায়, তোমরা জল শূন্যরূপে কৃশ হয়েছ এবং তোমাদের পদ্মের সম্পদ অদৃশ্য হয়েছে। তা হলে কি তোমরা আমাদেরই মতো, যে আমরা আমাদের হৃদয় প্রবঞ্চনাকারী, মধুপতি, আমাদের প্রিয়তম স্বামীর প্রেমময় দৃষ্টিপাতের অভাবে কৃশ হয়ে যাচ্ছি?

তাৎপর্য

গ্রীষ্মকালে নদীগুলি মেঘের মাধ্যমে তাদের স্বামী সাগর দ্বারা পাঠানো জলরাশির বর্ষণ লাভ করেন না। কিন্তু রাণীরা দর্শন করছেন যে, সকল সুখের আধার শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময় দৃষ্টিপাত লাভে ব্যর্থ হওয়াই নদীগণের কৃশ হওয়ার প্রকৃত কারণ।

শ্লোক ২৪

হংস স্বাগতমাস্যতাং পিব পয়ো ব্রূহ্যঙ্গ শৌরেঃ কথাং
দূতং ত্বাং নু বিদাম কচ্চিদজিতঃ স্বস্ত্যাস্ত উক্তং পুরা ।

কিং বা নশ্চলসৌহৃদঃ স্মরতি তং কস্মাদ্ ভজামো বয়ং
ক্ষৌদ্রালাপয় কামদং শ্রিয়মৃতে সৈবৈকনিষ্ঠা স্ত্রিয়াম্ ॥ ২৪ ॥

হংস—হে হংস; **সু-আগতম্**—স্বাগতম; **আস্যতাম্**—এসো এবং উপবেশন কর; **পিব**—পান কর; **পয়ঃ**—দুগ্ধ; **ব্রূহি**—আমাদের বল; **অঙ্গ**—প্রিয়; **শৌরেঃ**—শৌরির; **কথাম্**—বার্তা; **দূতম্**—দূত; **ত্বাম্**—তোমাকে; **নু**—বস্তুত; **বিদাম**—আমরা চিনতে পেরেছি; **কচ্চিৎ**—কি; **অজিতঃ**—অজিত; **স্বস্তি**—ভাল; **আস্তে**—হয়; **উক্তম্**—কথিত; **পুরা**—অনেক আগের; **কিম্**—কি; **বা**—বা; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **চল**—চঞ্চল; **সৌহৃদঃ**—মিত্রতা; **স্মরতি**—তিনি স্মরণ করেন; **তম্**—তাকে; **কস্মাৎ**—কোন কারণের জন্য; **ভজামঃ**—পূজা করব; **বয়ম্**—আমরা; **ক্ষুদ্র**—হে ক্ষুদ্র প্রভুর সেবক; **আলাপয়**—তাঁকে আগমন করতে বল; **কামদম্**—আকাঙ্ক্ষাপ্রদ; **শ্রিয়ম্**—লক্ষ্মীদেবী; **ঋতে**—ব্যতীত; **সা**—তিনি; **এব**—একা; **এক-নিষ্ঠা**—একান্তভাবে উৎসর্গীকৃত; **স্ত্রিয়াম্**—রমণীদের মধ্যে!

অনুবাদ

হে হংস, স্বাগতম। এখানে উপবেশন কর এবং কিছু দুধ পান কর। শূর বংশজ আমাদের প্রিয়জনের কিছু সংবাদ প্রদান কর। আমরা জানি তুমি তাঁর দূত। সেই অদৃশ্য ঈশ্বর ভাল আছেন তো এবং আমাদের সেই অবিশ্বস্ত সখা দীর্ঘদিন পূর্বে আমাদের বলা তাঁর কথাগুলি এখনও স্মরণ করেন কি? আমরা কেন তাঁর কাছে যাব এবং তাঁর পূজা করব? ওহে ক্ষুদ্র প্রভুর সেবক, যাও, লক্ষ্মীদেবী ব্যতীত তাঁকে এখানে এসে আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে বল। লক্ষ্মীদেবীই কি তাঁর প্রতি একনিষ্ঠচিত্তা একমাত্র রমণী?

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর রাণীগণ ও হংসের মধ্যেকার কথোপকথন এইভাবে বর্ণনা করছেন—রাণীরা জিজ্ঞাসা করলেন, "অজেয় ভগবান ভাল আছেন তো?"

হংস উত্তর দিল, "তাঁর প্রিয়তম পত্নী তোমাদের ব্যতীত ভগবান কিভাবে ভাল থাকতে পারেন?"

"কিন্তু তিনি একবার আমাদেরই একজন, শ্রীমতী রুক্মিণীকে কি বলেছিলেন তা কখনও স্মরণ করেন কি? তিনি কি মনে করতে পারেন যে তিনি বলেছিলেন "আমার সকল প্রাসাদের মধ্যে আমি অন্য কোন পত্নীকে তোমার মত এত প্রিয় দেখি না"? (ভাগবত ১০/৬০/৫৫—*ন ত্বাদৃশীং প্রণয়িনীং গৃহিণীং গৃহেষু পশ্যামি*)

"তিনি নিশ্চয়ই তা মনে করেন এবং ঠিক সেজন্যই তিনি আমাকে এখানে প্রেরণ করেছেন। তোমাদের সকলেরই তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর ভক্তিপূর্ণ সেবায় যুক্ত হওয়া

উচিত।" "তিনি যদি আমাদের সঙ্গে যোগদানের জন্য এখানে আসা প্রত্যাখ্যান করেন আমরা কেন তাঁকে পূজা করতে যাবো?"

"কিন্তু হে করুণাসিন্ধুগণ, তোমাদের অনুপস্থিতিতে তিনি অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করছেন। তিনি কিভাবে এই দুঃখ থেকে রক্ষা পাবেন?" "ওহে ক্ষুদ্র প্রভুর সেবক, শোন, তাঁকে এখানে আসতে বল, তাঁর এখানে আসা উচিত। তিনি যদি কাম হতে দুঃখ ভোগ করেন, এর জন্য তিনি নিজে একমাত্র দায়ী, কারণ তিনি স্বয়ং কাম শক্তির স্রষ্টা। আমরা আত্ম-মর্যাদাশীল মহিলারা তাঁকে খুঁজে বের করতে যাবার তাঁর দাবীর কাছে বশ্যতা স্বীকার করছি না।"

"তাহলে তাই হোক; আমি তবে যাই।"

"না, এক মুহূর্ত, প্রিয় হংস। যে সর্বদা নিজের কাছে তাঁকে রেখে আমাদের প্রবঞ্চিত করছে, সেই লক্ষ্মীদেবী ব্যতীত তাঁকে একবার আমাদের কাছে এখানে আসতে বল।"

"তোমরা কি জানো না যে, লক্ষ্মীদেবী একান্তভাবে ভগবানের প্রতি ভক্তি-পরায়ণ? কিভাবে তিনি এরকমভাবে তাঁকে ত্যাগ করতে পারবেন?"

"আর তিনিই কি হচ্ছেন পৃথিবীর একমাত্র নারী, যিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁর কাছে সমর্পিত হয়েছেন? তাহলে আমাদের সম্বন্ধে কি বলা যায়?"

শ্লোক ২৫

শ্রীশুক উবাচ

ইতীদৃশেন ভাবেন কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে।
ক্রিয়মাণেন মাধব্যো লেভিরে পরমাং গতিম্ ॥ ২৫ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে কথা বলে; **ঈদৃশেন**—এরকম; **ভাবেন**—প্রেমময়ী ভাবের সঙ্গে; **কৃষ্ণে**—কৃষ্ণের জন্য; **যোগ-ঈশ্বর**—যোগের ঈশ্বরের; **ঈশ্বরে**—ঈশ্বর; **ক্রিয়মাণেন**—আচরণ করে; **মাধব্যঃ**—ভগবান মাধবের পত্নীরা; **লেভিরে**—তাঁরা প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **পরমাম্**—পরম; **গতিম্**—গতি।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রেমময়ী ভাব দ্বারা আচরণ করে এবং কথা বলে তাঁর প্রিয়তমা পত্নীরা জীবনের পরম গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

আচার্য শ্রীজীব গোস্বামীর মতানুসারে এখানে শুকদেব গোস্বামী *ক্রিয়মাণেন* শব্দটির বর্তমান কাল ব্যবহার করছেন এই অর্থ নির্দেশের জন্য যে ভগবানের পত্নীরা তৎক্ষণাৎ অনতি বিলম্বে তাঁর নিত্য ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই দর্শন দ্বারা আচার্য এই মিথ্যা ধারণাটি খণ্ডন করতে সাহায্য করছেন যে, এই জগৎ থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থানের পর যখন তাঁর পত্নীরা অর্জুনের সুরক্ষাধীনে ছিলেন তখন কিছু আদিবাসী রাখাল তাঁর রাণীদের অপহরণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, আত্ম-উপলব্ধ বৈষ্ণব ভাষ্যকারগণ কোথাও কোথাও বর্ণনা করছেন যে, ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং চোরের ছদ্মবেশে আবির্ভূত হয়ে রাণীদের অপহরণ করেছিলেন। এ বিষয়ে আরও তথ্য জানার জন্য *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/১৫/২০) শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্য দ্রষ্টব্য।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করছেন যে, এই সকল শ্রেষ্ঠ রমণীরা যে পরমগতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেটি নির্বিশেষ যোগিগণের মুক্তি ছিল না বরং সেটি ছিল শুদ্ধ প্রেমভক্তির পূর্ণ অবস্থা। প্রকৃতপক্ষে যেহেতু তাঁরা ইতিমধ্যেই শুরু থেকে দিব্য ভগবৎ প্রেমে গভীরভাবে রঞ্জিত ছিলেন তাই তাঁরা সচ্চিদানন্দময় অপ্রাকৃত দেহের অধিকারী হয়েছিলেন, যার মাধ্যমে তাঁরা ভগবানের সঙ্গে তাঁর পরম অন্তরঙ্গ, মধুর লীলায় পারস্পরিক সম্বন্ধের আনন্দ আস্বাদন করার জন্য পূর্ণরূপে সমর্থ ছিলেন। বিশেষত, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে তাঁদের ভগবৎ-প্রেম শুদ্ধ প্রেমের উন্মাদনার (*ভাবোন্মাদ*) ভাবের মধ্যে পরিণত হয়ে উঠেছিল, ঠিক রাসনৃত্যের সময় তাঁদের মাঝখান থেকে কৃষ্ণ অন্তর্হিত হলে গোপীদের প্রেম যেমন পরিণত হয়েছিল। সেই সময় গোপীরা ভাবোন্মাদনার পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন যা তাঁরা বনের বিভিন্ন জীবের কাছে তাঁদের অনুসন্ধান ও *কৃষ্ণোঽহম্ পশ্যত গতিম্* অর্থাৎ 'আমি কৃষ্ণ! কেবল দেখ আমি কেমন পূর্ণ মাধুর্যে গমন করছি' এরূপ কথার মধ্যে প্রকাশ করছিলেন। (ভাগবত ১০/৩০/১৯) একইভাবে, ভগবান দ্বারকাধীশের প্রধানা মহিষীদের *বিলাস* অথবা প্রেমভাবের পূর্ণ তেজসম্পন্ন রূপান্তর এখানে তাদের প্রদর্শিত *প্রেমবৈচিত্র্য* লক্ষণগুলি উৎপাদন করেছে।

শ্লোক ২৬

শ্রুতমাত্রোঽপি যঃ স্ত্রীণাং প্রসহ্যাকর্ষতে মনঃ ।
উরুগায়োরুগীতো বা পশ্যন্তীনাং চ কিং পুনঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রুত—শ্রবণ করা; **মাত্রঃ**—মাত্র; **অপি**—এমন কি; **যঃ**—যে (শ্রীকৃষ্ণ); **স্ত্রীণাম্**—রমণীদের; **প্রসহ্য**—বলপূর্বক; **আকর্ষতে**—আকর্ষণ করে; **মনঃ**—মন; **উরু**— অসং

খ্য; গায়—সঙ্গীত দ্বারা; উরু—অসংখ্যভাবে; গীতঃ—গীত; বা—অপরপক্ষে; পশ্যন্তীনাম্—তাঁকে দর্শনকারী রমণীগণের; চ—এবং; কিম্—কি; পুনঃ—আরও।

অনুবাদ

অসংখ্য সঙ্গীত অসংখ্যভাবে শ্রীভগবানকে স্তুতি করেছেন, যাঁর কথা শ্রবণ করা মাত্র সকল রমণীদের হৃদয় বলপূর্বক আকর্ষিত হয়। তাহলে যে রমণীরা তাঁকে প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করেন তাদের আর কি কথা?

শ্লোক ২৭

যাঃ সম্পর্যচরন্ প্রেম্না পাদসংবাহনাদিভিঃ ।
জগদ্গুরুং ভর্তৃবুদ্ধ্যা তাসাং কিং বর্ণ্যতে তপঃ ॥ ২৭ ॥

যাঃ—যাঁরা; সম্পর্যচরন্—উপযুক্তরূপে পরিচর্যা করেছেন; প্রেম্না—শুদ্ধ প্রেমের সঙ্গে; পাদ—তার পাদদ্বয়; সংবাহন—মর্দন করার দ্বারা; আদিভিঃ—ইত্যাদি; জগৎ—জগতের; গুরুম্—গুরু; ভর্তৃ—তাদের পতি রূপে; বুদ্ধ্যা—মনোভাবের সঙ্গে; তাসাম্—তাদের; কিম্—কিভাবে; বর্ণ্যতে—বর্ণনা করা যেতে পারে; তপঃ—তপশ্চর্যা।

অনুবাদ

যে সকল রমণীরা শুদ্ধ পরমানন্দকর প্রেমের সঙ্গে সেই জগদ্গুরুকে উপযুক্তরূপে সেবা করেছেন, তাদের সেই পরম তপশ্চর্যার বর্ণনা করা কারও পক্ষে কিভাবে সম্ভব হতে পারে? তাঁকে তাঁরা স্বামীজ্ঞানে তাঁর পদদ্বয় মর্দনের মতো অন্তরঙ্গ সেবা করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

এবং বেদোদিতং ধর্মমনুতিষ্ঠন্ সতাং গতিঃ ।
গৃহং ধর্মার্থকামানাং মুহুশ্চাদর্শয়ৎ পদম্ ॥ ২৮ ॥

এবম্—এইভাবে; বেদ—বেদের দ্বারা; উদিতম্—কথিত; ধর্মম্—ধর্ম; অনুতিষ্ঠন্—সম্পাদন করে; সতাম্—সাধুগণের, গতিঃ—গতি; গৃহম্—গৃহকে; ধর্ম—ধর্মের; অর্থ—অর্থনৈতিক উন্নয়ন; কামানাম্—এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তির; মুহুঃ—বারম্বার; চ—এবং; আদর্শয়ৎ—তিনি প্রদর্শন করেছেন; পদম্—স্থান রূপে।

অনুবাদ

এভাবে বেদে উল্লেখিত কর্তব্যের সূত্রসমূহ পর্যবেক্ষণ করে সাধু ভক্তদের গতি শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে কেউ গৃহে অবস্থান করেও ধর্মের উদ্দেশ্যসমূহ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সংযত কাম অর্জন করতে পারে, তা বারবার প্রদর্শন করেছেন।

শ্লোক ২৯

আস্থিতস্য পরং ধর্মং কৃষ্ণস্য গৃহমেধিনাম্ ।
আসন্ ষোড়শসাহস্রং মহিষ্যশ্চ শতাধিকম্ ॥ ২৯ ॥

আস্থিতস্য—যিনি অবস্থান করছেন; পরম্—পরম; ধর্মম্—ধর্ম; কৃষ্ণস্য—শ্রীকৃষ্ণের; গৃহ-মেধিনাম্—গৃহস্থদের; আসন্—ছিলেন; ষোড়শ—ষোল; সাহস্রম্—সহস্র; মহিষ্যঃ—রাণীগণ; চ—এবং; শত—একশত; অধিকম্—অধিক।

অনুবাদ

ধার্মিক গৃহস্থ জীবনের পরম মান পূর্ণ করে শ্রীকৃষ্ণ ষোল হাজার এক শতাধিক পত্নীকে প্রতিপালন করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

তাসাং স্ত্রীরত্নভূতানামষ্টৌ যাঃ প্রাগুদাহৃতাঃ ।
রুক্মিণীপ্রমুখা রাজংস্তৎপুত্রাশ্চানুপূর্বশঃ ॥ ৩০ ॥

তাসাম্—তাদের মধ্যে; স্ত্রী—রমণীদের; রত্ন—রত্ন; ভূতানাম্—যারা ছিলেন; অষ্টৌ—অষ্ট; যাঃ—যারা; প্রাক্—ইতিপূর্বে; উদাহৃতাঃ—বর্ণিত হচ্ছেন; রুক্মিণী-প্রমুখাঃ—রুক্মিণী প্রমুখ; রাজন্—হে রাজন্ (পরীক্ষিৎ); তৎ—তাদের; পুত্রাৎ—পুত্রগণ; চ—ও; অনুপূর্বশঃ—যথাক্রমে।

অনুবাদ

এই সকল রত্নসদৃশা রমণীদের মধ্যে রুক্মিণী প্রমুখ আটজন ছিলেন প্রধানা। হে রাজন্, আমি ইতিপূর্বে তাঁর পুত্রগণসহ পর্যায়ক্রমে তাদের বর্ণনা প্রদান করেছি।

শ্লোক ৩১

একৈকস্যাং দশ দশ কৃষ্ণোঽজীজনদাত্মজান্ ।
যাবত্য আত্মনো ভার্যা অমোঘগতিরীশ্বরঃ ॥ ৩১ ॥

এক-একস্যাম্—তাঁদের প্রত্যেকের; দশ দশ—দশটি করে; কৃষ্ণঃ—কৃষ্ণ; অজীজনৎ—জন্ম দিয়েছিলেন; আত্ম-জান্—পুত্রের; যাবত্য—যত সংখ্যক, তত; আত্মনঃ—তাঁর; ভার্যাঃ—পত্নীগণ; অমোঘ—কখনও ব্যর্থ হয় না; গতিঃ—যার প্রচেষ্টা; ঈশ্বরঃ—ভগবান।

অনুবাদ

যাঁর প্রচেষ্টা কখনও ব্যর্থ হয় না সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বহু পত্নীর প্রত্যেকের গর্ভে দশটি করে পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণের মোট সংখ্যা ছিল ১,৬১,০৮০ এবং তাঁর প্রত্যেক পত্নীর গর্ভে তিনি একটি করে কন্যারও জন্ম দান করেছিলেন।

শ্লোক ৩২

তেষামুদ্দামবীর্যাণামষ্টাদশ মহারথাঃ ।
আসন্নুদারযশসস্তেষাং নামানি মে শৃণু ॥ ৩২ ॥

তেষাম্—সেই সকল পুত্রের; **উদ্দাম**—অনন্ত; **বীর্যাণাম্**—বিক্রম; **অষ্টাদশ**—আঠারো; **মহারথাঃ**—মহারথ, শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর রথযোদ্ধা; **আসন্**—ছিলেন; **উদার**—প্রভূত; **যশসঃ**—যার যশ; **তেষাম্**—তাদের; **নামানি**—নামসমূহ; **মে**—আমার থেকে; **শৃণু**—শ্রবণ করুন।

অনুবাদ

এইসকল পুত্রগণের মধ্যে সকলেই ছিলেন অনন্ত বিক্রমের অধিকারী, তার মধ্যে আঠারোজন ছিলেন মহাকীর্তিশালী মহারথ। এখন আমার কাছ থেকে তাঁদের নাম শ্রবণ করুন।

শ্লোক ৩৩-৩৪

প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ দীপ্তিমান্ ভানুরেব চ ।
সাম্বো মধুর্বৃহদ্ভানুশ্চিত্রভানুর্বৃকোঽরুণঃ ॥ ৩৩ ॥
পুষ্করো বেদবাহুশ্চ শ্রুতদেবঃ সুনন্দনঃ ।
চিত্রবাহুর্বিরূপশ্চ কবির্ন্যগ্রোধ এব চ ॥ ৩৪ ॥

প্রদ্যুম্নঃ—প্রদ্যুম্ন; **চ**—এবং; **অনিরুদ্ধঃ**—অনিরুদ্ধ; **চ**—এবং; **দীপ্তিমান্ ভানুঃ**—দীপ্তিমান ও ভানু; **এব চ**—ও; **সাম্বঃ মধুঃ বৃহৎ-ভানুঃ**—সাম্ব, মধু ও বৃহদ্ভানু; **চিত্র-ভানুঃ বৃকঃ অরুণঃ**—চিত্রভানু, বৃক ও অরুণ; **পুষ্করঃ বেদ-বাহুঃ চ**—পুষ্কর এবং বেদবাহু; **শ্রুতদেবঃ সুনন্দনঃ**—শ্রুতদেব এবং সুনন্দন; **চিত্র-বাহুঃ বিরূপঃ চ**—চিত্রবাহু ও বিরূপ; **কবিঃ ন্যগ্রোধঃ**—কবি ও ন্যগ্রোধ; **এব চ**—ও।

অনুবাদ

তাঁরা হলেন প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, দীপ্তিমান, ভানু, সাম্ব, মধু, বৃহদ্ভানু, চিত্রভানু, বৃক, অরুণ, পুষ্কর, বেদবাহু, শ্রুতদেব, সুনন্দন, চিত্রবাহু, বিরূপ, কবি ও ন্যগ্রোধ।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, এখানে উল্লেখিত অনিরুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র, শ্রীকৃষ্ণের সুপরিচিত পৌত্র প্রদ্যুম্ন-পুত্র অনিরুদ্ধ নন।

শ্লোক ৩৫

এতেষামপি রাজেন্দ্র তনুজানাং মধুদ্বিষঃ ।
প্রদ্যুম্ন আসীৎ প্রথমঃ পিতৃবৎ রুক্মিণীসুতঃ ॥ ৩৫ ॥

এতেষাম্—এদের মধ্যে; **অপি**—এবং; **রাজ-ইন্দ্র**—হে রাজেন্দ্র; **তনু-জানাম্**—পুত্রগণের; **মধু-দ্বিষঃ**—মধু অসুরের শত্রু, কৃষ্ণের; **প্রদ্যুম্নঃ**—প্রদ্যুম্ন; **আসীৎ**—ছিলেন; **প্রথমঃ**—প্রথম; **পিতৃবৎ**—ঠিক তাঁর পিতৃ তুল্য; **রুক্মিণী-সুতঃ**—রুক্মিণীর পুত্র।

অনুবাদ

হে রাজেন্দ্র, মধুদ্বিষ শ্রীকৃষ্ণের এই সকল পুত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রুক্মিণীর পুত্র প্রদ্যুম্ন। তিনি ছিলেন ঠিক তাঁর পিতার মতো।

শ্লোক ৩৬

স রুক্মিণো দুহিতরমুপযেমে মহারথঃ ।
তস্যাং ততোঽনিরুদ্ধোঽভূৎ নাগাযুতবলান্বিতঃ ॥ ৩৬ ॥

সঃ—তিনি (প্রদ্যুম্ন); **রুক্মিণঃ**—রুক্মীর (রুক্মিণীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা); **দুহিতরম**—কন্যা, রুক্মবতী; **উপযেমে**—বিবাহ করেছিলেন; **মহারথঃ**—শ্রেষ্ঠ রথ যোদ্ধা; **তস্যাম্**—তাঁর; **ততঃ**—তখন; **অনিরুদ্ধঃ**—অনিরুদ্ধ; **অভূৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **নাগ**—হস্তীর; **অযুত**—দশসহস্র; **বল**—শক্তি; **অন্বিতঃ**—সমৃদ্ধ।

অনুবাদ

মহাযোদ্ধা প্রদ্যুম্ন রুক্মীর কন্যাকে (রুক্মবতী) বিবাহ করেছিলেন, যিনি দশ সহস্র হস্তীর ন্যায় বলশালী অনিরুদ্ধের জন্মদান করেন।

শ্লোক ৩৭

স চাপি রুক্মিণঃ পৌত্রীং দৌহিত্রো জগৃহে ততঃ ।
বজ্রস্তস্যাভবদ্ যস্তু মৌষলাদবশেষিতঃ ॥ ৩৭ ॥

সঃ—তিনি (অনিরুদ্ধ); **চ**—এবং; **অপি**—অধিকন্তু; **রুক্মিণঃ**—রুক্মির; **পৌত্রীম্**—পৌত্রী, রোচনাকে; **দৌহিত্রঃ**—(রুক্মির) কন্যার পুত্র; **জগৃহে**—গ্রহণ করেছিলেন; **ততঃ**—তখন; **বজ্রঃ**—বজ্র; **তস্য**—তাঁর পুত্র রূপে; **অভবৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন;

যঃ—যিনি; **তু**—কিন্তু; **মৌষলাৎ**—যদুগণের পরস্পরকে মূষল দ্বারা হত্যা করার লীলার পর; **অবশেষিতঃ**—অবশিষ্ট ছিলেন।

অনুবাদ

রুক্মীর দৌহিত্র অনিরুদ্ধ রুক্মীর পৌত্রী রোচনাকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর থেকে বজ্রের জন্ম হল, যিনি যদুগণের গদা যুদ্ধের পর জীবিত অল্প কয়েকজনের মধ্যে একজন ছিলেন।

শ্লোক ৩৮

প্রতিবাহুরভূৎ তস্মাৎ সুবাহুস্তস্য চাত্মজঃ ।
সুবাহোঃ শান্তসেনোঽভূচ্ছতসেনস্তু তৎসুতঃ ॥ ৩৮ ॥

প্রতিবাহুঃ—প্রতিবাহু; **অভূৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **তস্মাৎ**—তাঁর (বজ্র) থেকে; **সুবাহুঃ**—সুবাহু; **তস্য**—তার; **চ**—এবং; **আত্মজঃ**—পুত্র; **সুবাহোঃ**—সুবাহু থেকে; **শান্তসেনঃ**—শান্তসেন; **অভূৎ**—জন্মগ্রহণ করেন; **শতসেনঃ**—শতসেন; **তু**—এবং; **তৎ**—তাঁর (শান্তসেনের); **সুতঃ**—পুত্র।

অনুবাদ

বজ্র থেকে প্রতিবাহুর জন্ম হয়েছিল, যাঁর পুত্র ছিলেন সুবাহু। সুবাহুর পুত্র শান্তসেন, যাঁর থেকে শতসেনের জন্ম হয়েছিল।

শ্লোক ৩৯

ন হ্যেতস্মিন্ কুলে জাতা অধনা অবহুপ্রজাঃ ।
অল্পায়ুষোঽল্পবীর্যাশ্চ অব্রাহ্মণ্যাশ্চ জজ্ঞিরে ॥ ৩৯ ॥

ন—না; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **এতস্মিন্**—এই; **কুলে**—বংশে; **জাতাঃ**—জন্মগ্রহণ করেছেন; **অধনাঃ**—দরিদ্র; **অবহু**—অল্প; **প্রজাঃ**—সন্তান; **অল্প-আয়ুষঃ**—স্বল্পায়ু; **অল্প**—অল্প; **বীর্যাঃ**—যার বিক্রম; **চ**—এবং; **অব্রাহ্মণ্যাঃ**—ব্রাহ্মণ শ্রেণীর প্রতি ভক্তিপরায়ণ নয়; **চ**—এবং; **জজ্ঞিরে**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

এই কুলে কোন দ্ররিদ্র বা অল্প সন্তানযুক্ত, স্বল্পায়ু, দুর্বল এবং ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি উদাসীন এমন কেউই জন্মগ্রহণ করেন নি।

শ্লোক ৪০

যদুবংশপ্রসূতানাং পুংসাং বিখ্যাতকর্মণাম্ ।
সংখ্যা ন শক্যতে কর্তুমপি বর্ষাযুতৈর্নৃপ ॥ ৪০ ॥

যদু-বংশে—যদু বংশে; **প্রসূতানাম্**—যাঁরা জন্ম গ্রহণ করেছিলেন; **পুংসাম্**—পুরুষগণ; **বিখ্যাত**—বিখ্যাত; **কর্মণাম্**—যাদের কর্ম; **সংখ্যা**—গণনা; **ন শক্যতে**—পারা যায় না; **কর্তুম্**—করতে; **অপি**—এমন কি; **বর্ষে**—বর্ষে; **অযুতৈঃ**—দশ সহস্র; **নৃপ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ)।

অনুবাদ

হে রাজন, যদুবংশে অসংখ্য কীর্তিমান মানুষেরা জন্মগ্রহণ করেছেন। এমনকি দশ সহস্র বৎসরেও, তাঁদের সকলের গণনা কেউ কখনও শেষ করতে পারে না।

শ্লোক ৪১

তিস্রঃ কোট্যঃ সহস্রাণামষ্টাশীতিশতানি চ ।
আসন্ যদুকুলাচার্যাঃ কুমারাণামিতি শ্রুতম্ ॥ ৪১ ॥

তিস্রঃ—তিন; **কোট্যঃ**—কোটি; **সহস্রাণাম্**—সহস্র; **অষ্টা-অশীতি**—অষ্টআশি; **শতানি**—শত; **চ**—এবং; **আসন্**—ছিলেন; **যদুকুল**—যদুকুলের; **আচার্যাঃ**—শিক্ষক; **কুমারাণাম্**—সন্তানদের জন্য; **ইতি**—এইভাবে; **শ্রুতম্**—শুনতে পেরেছি।

অনুবাদ

বিশ্বস্ত সূত্র থেকে আমি শুনেছি যে, তাঁদের সন্তানদের শিক্ষিত করার জন্য যদু কুলে ৩,৮৮,০০,০০০ শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪২

সংখ্যানং যাদবানাং কঃ করিষ্যতি মহাত্মনাম্ ।
যত্রাযুতানামযুতলক্ষেণাস্তে স আহুকঃ ॥ ৪২ ॥

সংখ্যানম্—গণনা; **যাদবানাম্**—যাদবগণের; **কঃ**—কে; **করিষ্যতি**—করতে পারে; **মহা-আত্মনাম্**—মহাত্মাগণের; **যত্র**—যাদের মধ্যে; **অযুতানাম্**—দশ সহস্রের; **অযুত**—দশ সহস্র গুণ; **লক্ষেণ**—(তিন) শত সহস্র (পুরুষ) সহ; **আস্তে**—উপস্থিত ছিলেন; **সঃ**—তিনি; **আহুকঃ**—উগ্রসেন।

অনুবাদ

যখন যাদবগণের মাঝে রাজা উগ্রসেন একাকী এক পদ্ম (১০ লক্ষ্যের ত্রিঘাত অর্থাৎ ১০,০০০,০০×৩০) সংখ্যক পরিজন পরিবেষ্টিত হয়ে বিরাজ করেন তখন সেই সকল মহান যাদবগণকে কে গণনা করতে পারে?

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করেছেন, কেন বিশেষভাবে এখানে দশ লক্ষ ত্রিঘাতের দশগুণেরও এক অস্পষ্ট সংখ্যা উল্লেখের চেয়ে এক পদ্ম (ত্রিশ লক্ষ

কোটি) সংখ্যাটি রাজা উগ্রসেনের সঙ্গীগণের সংখ্যারূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি *কপিঞ্জলাধিকরণ* অর্থাৎ 'পায়রার উল্লেখের' যুক্তির ব্যাখ্যার নিয়মের উল্লেখ করে বলেছেন—"বেদের কোথাও এটা পাওয়া যায় যে "কারও কিছু পায়রা বলিদান করা উচিত।" এই বহুবচনাত্মক সংখ্যাটি পায়রার যা খুশি তাই একটা সংখ্যা গ্রহণ করা বোঝায় না বরং পরিষ্কারভাবে তাদের তিনটি সংখ্যাকে বোঝায়, কারণ বেদ কোন বিষয়কেই অস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে না আর তাই বেদের মীমাংসা ভাষ্যের নিয়ম অনুযায়ী যখন কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যা প্রদান করা না হয়, তখন তিনকেই অনুপস্থিত সংখ্যা রূপে গ্রহণ করা হয়।

শ্লোক ৪৩

দেবাসুরাহবহতা দৈতেয়া যে সুদারুণাঃ ।
তে চোৎপন্না মনুষ্যেষু প্রজা দৃপ্তা ববাধিরে ॥ ৪৩ ॥

দেব-অসুর—দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে; **আহব**—যুদ্ধে; **হতাঃ**—হত; **দৈতেয়াঃ**—দানবগণই; **যে**—যারা; **সু**—অত্যন্ত; **দারুণাঃ**—ভয়ঙ্কর; **তে**—তারা; **চ**—এবং; **উৎপন্নাঃ**—উৎপন্ন হয়ে; **মনুষ্যেষু**—মানুষের মধ্যে; **প্রজাঃ**—প্রজা; **দৃপ্তাঃ**—উদ্ধত; **ববাধিরে**—তারা উৎপীড়ন করেছিল।

অনুবাদ

দিতির বংশধরগণ যারা অতীতে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধে নিহত হয়েছিল, তারা মানুষের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে উদ্ধতভাবে সাধারণ প্রজাদের উৎপীড়ন করেছিল।

শ্লোক ৪৪

তন্নিগ্রহায় হরিণা প্রোক্তা দেবা যদোঃ কুলে ।
অবতীর্ণাঃ কুলশতং তেষামেকাধিকং নৃপ ॥ ৪৪ ॥

তৎ—তাদের; **নিগ্রহায়**—দমন করার জন্য; **হরিণা**—শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা; **প্রোক্তাঃ**—কথিত হয়ে; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **যদোঃ**—যদুর; **কুলে**—কুলে; **অবতীর্ণাঃ**—অবতীর্ণ হয়ে; **কুল**—বংশের; **শতম্**—এক শত; **তেষাম্**—তাদের; **এক-অধিকম্**—যোগ এক; **নৃপ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ)।

অনুবাদ

এই সকল অসুরদের দমন করার জন্য, ভগবান হরি দেবতাদের যদুর বংশে অবতীর্ণ হতে বললেন। হে রাজন, তাঁরা ১০১ বংশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৫

তেষাং প্রমাণং ভগবান্ প্রভুত্বেনাভবদ্ধরিঃ ।
যে চানুবর্তিনস্তস্য ববৃধুঃ সর্বযাদবাঃ ॥ ৪৫ ॥

তেষাম্—তাদের কাছে; প্রমাণম্—কর্তা; ভগবান্—শ্রীকৃষ্ণ; প্রভুত্বেন—তিনি পরমেশ্বর ভগবান হওয়ায়; অভবৎ—ছিলেন; হরিঃ—শ্রীহরি; যে—যারা; চ—এবং; অনুবর্তিনঃ—অনুবর্তি; তস্য—তাঁর; ববৃধুঃ—সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন; সর্ব—সকল; যাদবাঃ—যাদবগণ।

অনুবাদ

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবান, যাদবগণ তাঁকে তাদের পরম কর্তা রূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে যাঁরা তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন, তাঁরা বিশেষভাবে সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৪৬

শয্যাসনাটনালাপক্রীড়াস্নানাদিকর্মসু ।
ন বিদুঃ সন্তমাত্মানং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণচেতসঃ ॥ ৪৬ ॥

শয্যা—শয়নে; আসন—উপবেশনে; অটন—ভ্রমণে; আলাপ—কথোপকথনে; ক্রীড়া—ক্রীড়ায়; স্নান—স্নানে; আদি—ইত্যাদি; কর্মসু—কর্মে; ন বিদুঃ—তারা সচেতন থাকতেন না; সন্তম্—বর্তমান; আত্মানম্—তাদের নিজেদের; বৃষ্ণয়ঃ—বৃষ্ণিগণ; কৃষ্ণ—কৃষ্ণে (মগ্ন); চেতসঃ—যাদের মন।

অনুবাদ

বৃষ্ণিগণ কৃষ্ণ চেতনায় এতটাই মগ্ন থাকতেন যে, তাঁরা শয়নে, উপবেশনে, ভ্রমণে, কথোপকথনে, ক্রীড়ায়, স্নানে প্রভৃতিতে নিজেদের দেহকে ভুলে থাকতেন।

শ্লোক ৪৭

তীর্থং চক্রে নৃপোনং যদজনি যদুষু স্বঃসরিৎ পাদশৌচং
বিদ্বিট্স্নিগ্ধাঃ স্বরূপং যযুরজিতপরা শ্রীর্যদর্থেঽন্যযত্নঃ ।
যন্নামামঙ্গলঘ্নং শ্রুতমথ গদিতং যৎকৃতো গোত্রধর্মঃ
কৃষ্ণস্যৈতন্ন চিত্রং ক্ষিতিভরহরণং কালচক্রায়ুধস্য ॥ ৪৭ ॥

তীর্থম্—পবিত্র তীর্থ স্থান; চক্রে—বিরাজ করছে; নৃপ—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); ঊনম্—লঘু; যৎ—যে (শ্রীকৃষ্ণের কীর্তিসমূহ); অজনি—তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন;

যদুষু—যদুগণের মধ্যে; **স্বঃ**—স্বর্গের; **সরিৎ**—নদী; **পাদ**—যার পদদ্বয়; **শৌচম্**—ধৌত জল; **বিদ্বিট্**—শত্রুগণ; **স্নিগ্ধাঃ**—এবং প্রিয়জন; **স্বরূপম্**—নিজ রূপ; **যযুঃ**—প্রাপ্ত হয়েছে; **অজিত**—যিনি অপরাজিত; **পরা**—এবং পরম পূর্ণ; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **যৎ**—যার; **অর্থে**—জন্য; **অন্য**—অন্যান্যদের; **যত্নঃ**—প্রয়াস; **যৎ**—যার; **নাম**—নাম; **অমঙ্গল**—অমঙ্গল; **ঘ্নম্**—যা বিনাশ করে; **শ্রুতম্**—শ্রুত হলে; **অথ**—বা; **গদিতম্**—কীর্তন করলে; **যৎ**—যার দ্বারা; **কৃতঃ**—সৃষ্ট; **গোত্র**—গোত্র (বিভিন্ন ঋষিগণের বংশ ধারা মধ্যে); **ধর্মঃ**—ধর্ম; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের জন্য; **এতৎ**—এই; **ন**—না; **চিত্রম্**—বিচিত্র; **ক্ষিতি**—পৃথিবীর; **ভার**—ভার; **হরণম্**—হরণ; **কাল**—কালের; **চক্র**—চক্র; **আয়ুধস্য**—যার অস্ত্র।

অনুবাদ

দিব্য গঙ্গা হচ্ছেন পবিত্র তীর্থস্থান কারণ তাঁর জল শ্রীকৃষ্ণের পাদদ্বয় ধৌত করে। কিন্তু ভগবান যখন যদুগণের মধ্যে আবির্ভূত হন, তাঁর মহিমা পবিত্র স্থানরূপে গঙ্গাকেও লঘু করে। যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে ঘৃণা করেন এবং যাঁরা তাঁকে ভালবাসেন, উভয়েই চিন্ময় জগতে তাঁর মতো স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছেন। যাঁকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না এবং যিনি পরম আত্মসন্তুষ্ট, সেই লক্ষ্মীদেবী, যাঁর কৃপা লাভের জন্য সকলেই সংগ্রাম করছেন, তিনি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের অনুগত। ভগবানের নাম যখন শ্রুত হয় এবং কীর্তন করা হয়, তখন সকল অমঙ্গল বিনষ্ট হয়। তিনিই একমাত্র বিভিন্ন ঋষিগণের গুরুশিষ্য পরম্পরার নীতিসমূহ প্রবর্তন করেছেন। যাঁর নিজ অস্ত্র হচ্ছে কাল-চক্র, তাঁর ভূভার হরণ আর বিচিত্র কি?

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকার লীলাসমূহ আবৃত্তি করার জন্য উৎসর্গীকৃত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, তাঁর প্রকাশ, অংশপ্রকাশ ও অবতারগণও যা প্রদর্শন করতে পারেন না তেমনই পাঁচটি বিশেষ মহিমা উল্লেখ করার মাধ্যমে এই শ্লোকটি দশম স্কন্ধের সারমর্ম বর্ণনা করছে।

প্রথমতঃ, তিনি যখন যদু বংশে অবতরণ করলেন শ্রীকৃষ্ণের যশ পবিত্র গঙ্গাকেও ছাপিয়ে গিয়েছিল। ভগবান বামনদেবের পাদপদ্ম ধৌত জল হওয়ায় ইতিপূর্বে মা গঙ্গা ছিলেন সকল তীর্থের মধ্যে পরম পবিত্র। আরেকটি নদী, যমুনাও ব্রজ ও মথুরা জেলায় শ্রীকৃষ্ণের পদদ্বয়ের ধুলার সংস্পর্শে এসে গঙ্গার চেয়েও মহত্তম হয়ে উঠলেন।

গঙ্গাশতগুণা প্রায়ো মাথুরে মম মণ্ডলে ।
যমুনা বিশ্রুতা দেবী নাত্র কার্যা বিচারণা ॥

"আমার মথুরা রাজ্যের বিখ্যাত যমুনা গঙ্গার চেয়েও শতগুণে মহত্তম। হে দেবী, এই ব্যাপারে কোন বিতর্ক নেই।" (*বরাহ পুরাণ*)

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল তাঁর শরণাগত ভক্তদেরই মুক্তি প্রদান করেছিলেন তাই নয়, তাঁকে যাঁরা শত্রু বিবেচনা করেছেন তাঁদেরও তিনি মুক্তি প্রদান করেছেন। ব্রজের গোপীদের মতো ভক্তরা ও অন্যান্যরা চিন্ময় ধামে তাঁর নিত্য আনন্দ লীলায় প্রবেশ করে তাঁর ব্যক্তিগত সঙ্গ প্রাপ্ত হয়েছিলেন আর তাঁর দ্বারা হত শত্রুভাবাপন্ন অসুরেরা তাঁর দিব্য রূপে এক হয়ে যাওয়ার *সাযুজ্য মুক্তি* প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি যখন এই পৃথিবীতে উপস্থিত ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের করুণা তাঁর পরিবার, সখা ও ভৃত্য এবং তাঁর শত্রু ও তাদের পরিবার, বন্ধু ও ভৃত্যদের প্রতিও প্রসারিত হয়েছিল। ব্রহ্মার মতো মহান তত্ত্ববেত্তাগণ এই সত্য উল্লেখ করেছেন যে—*সদ্বেষাদ্ ইব পূতনাপি সকুলাত্ত্বামেব দেবাপিতা*—অর্থাৎ, "হে প্রভু, আপনি ইতিমধ্যেই পূতনা ও তার পরিবারের সদস্যদের নিজেকে প্রদান করেছেন, কারণ সে নিজেকে ভক্তরূপে সজ্জিত করেছিল মাত্র।" (*ভাগবত* ১০/১৪/৩৫)

তৃতীয়তঃ, ভগবান নারায়ণের নিত্য সঙ্গী লক্ষ্মী দেবী, যাঁর সামান্য কৃপা লাভের জন্য মহান দেবতারাও ভৃত্যরূপে তাঁর সেবা করেন, সেই তিনিও ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তদের অন্তরঙ্গ সঙ্গে যোগদানের সুযোগ লাভে অসমর্থ ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কৃত রাস নৃত্য ও অন্যান্য লীলায় যোগদানে তাঁর আগ্রহ সত্ত্বেও এবং সেখানে যোগদানের জন্য তাঁর কঠোর তপস্যা সত্ত্বেও, তিনি তাঁর স্বাভাবিক শ্রদ্ধার ভাবকে অতিক্রম করতে পারেন নি। বৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে মাধুর্য ও অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করেছিলেন, তা এক অন্য ধরনের ঐশ্বর্য, যা কোথাও, এমনকি বৈকুণ্ঠেও পাওয়া যায় না। শ্রীউদ্ধব যেমন বলছেন—

যন্মর্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্ ।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্ ॥

"ভগবান এই জড় জগতে তাঁর যোগমায়াবলে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর লীলার উপযোগী তাঁর নিত্য শাশ্বত রূপে তিনি এসেছেন। সেই লীলাসমূহ এতই মনোরম যে, তাতে ঐশ্বর্যমদে গর্বিত সকলের, এমনকি বৈকুণ্ঠাধিপতি ভগবানেরও বিস্ময় উৎপাদন হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় দেহ সমস্ত ভূষণের ভূষণস্বরূপ।"

চতুর্থতঃ, *কৃষ্ণ* নাম *নারায়ণ* ও ভগবান কৃষ্ণের অন্যান্য প্রকাশের সকল নাম থেকে শ্রেষ্ঠ। *কৃষ্* এবং *ণ* এই দুটি উচ্চারিত শব্দ সকল অমঙ্গল ও মায়া বিনাশের জন্য একত্রিত হয়েছে। যখন উচ্চারিত হয় *কৃষ্ণ* নাম *শ্রুতমথ* হয়ে ওঠে; তাই বলা হয় যে কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ শাস্ত্রে (শ্রুত) বর্ণিত অন্যান্য সকল পারমার্থিক অনুশীলনের উৎকৃষ্টতাকে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ করে (*মথ্নাতি*)। *ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে* বলা হয়েছে—

সহস্রনাম্নাং পুণ্যনাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্ ।
একাবৃত্ত্যৈব কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥

"ভগবান বিষ্ণুর সহস্র নাম তিনবার আবৃত্তি করলে একজন যে ফল লাভ করেন, একবার মাত্র কৃষ্ণের একক নামটি উচ্চারণ করলে তিনি সেই একই কল্যাণ প্রাপ্ত হন।"

পঞ্চমতঃ, শ্রীকৃষ্ণ করুণা, তপশ্চর্যা, শুচিতা ও সত্য এই চারটি পদ বিশিষ্ট ধর্মের ষাড় অর্থাৎ ধর্মকে দৃঢ়ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এইভাবে *ধর্ম* পুনরায় *গো-ত্র* অর্থাৎ পৃথিবীর রক্ষক হতে পারল। তাঁর প্রিয় পর্বত, গাভী ও ব্রাহ্মণগণকে সম্মান জানানোর জন্য শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন পূজার ধর্মীয় কার্যক্রমও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গোপগণের নিবেদন গ্রহণের জন্য পর্বতের রূপ ধারণ করে তিনি স্বয়ং পর্বত (গোত্র) হয়েছিলেন। অধিকন্তু তাঁর প্রতি যাদের প্রেম, কখনও কারো সমকক্ষ হয় না, ব্রজের সেই দিব্য গোপগণের (*গোত্রস্*) প্রেমময়ী স্বভাব বা ধর্মের অনুশীলন তিনি করেছিলেন।

এগুলি শ্রীকৃষ্ণের অনবদ্য ব্যক্তিত্বের অপূর্ব বৈশিষ্ট্যসমূহের কয়েকটি মাত্র।

শ্লোক ৪৮

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্মম্ ।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্ধয়ন্ কামদেবম্ ॥ ৪৮ ॥

জয়তি—নিত্য জয়যুক্ত হোন; **জন-নিবাসঃ**—যিনি যদু বংশীয়রূপে মানুষদের মধ্যে নিবাস করেছিলেন, এবং যিনি সমস্ত জীবের পরম আশ্রয়; **দেবকী-জন্ম-বাদঃ**—দেবকীপুত্ররূপে পরিচিত (কেউই পরমেশ্বর ভগবানের পিতা বা মাতা হতে পারেন না। তাই *দেবকী-জন্ম-বাদ* বলতে বোঝায় যে তিনি দেবকীর পুত্ররূপে পরিচিত

ছিলেন, তিনি বসুদেবের পুত্র, যশোদার পুত্র এবং নন্দ মহারাজের পুত্ররূপেও পরিচিত); **যদু-বর-পরিষৎ**—যদু বংশীয়দের এবং ব্রজবাসীদের দ্বারা সেবিত (যারা সকলেই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য পার্ষদ ও নিত্য সেবক); **স্বৈঃ দোর্ভিঃ**—তাঁর স্বীয় বাহুর দ্বারা, অথবা অর্জুন প্রমুখ ভক্তদের দ্বারা, যারা তাঁর বাহুর মতো; **অস্যন্**—সংহার করে; **অধর্মম্**—অসুর অথবা অধার্মিকদের; **স্থির-চর-বৃজিনঘ্নঃ**—স্থাবর এবং জঙ্গম, সমস্ত জীবের দুর্ভাগ্য নাশকারী; **সুস্মিত**—সদা হাস্য মুখ; **শ্রীমুখেন**—তাঁর সুন্দর মুখমণ্ডলের দ্বারা; **ব্রজ-পুর-বনিতানাম্**—ব্রজবনিতাদের; **বর্ধয়ন্**—বৃদ্ধি করেছিলেন; **কাম-দেবম্**—কামবাসনা।

অনুবাদ

" ' সমস্ত জীবের আশ্রয় স্বরূপ, দেবকীপুত্ররূপে পরিচিত, যদুদের সভাপতি, নিজ বাহুর দ্বারা অধর্ম নাশকারী, স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত জীবের অমঙ্গলহারী, মধুর হাস্য-মুখের দ্বারা ব্রজবনিতাদের কামবর্ধনকারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জয়যুক্ত হোন।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকের শব্দার্থ ও অনুবাদ শ্রীল প্রভুপাদের ইংরেজীতে অনূদিত *'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত'* (মধ্য ১৩/৭৯) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে বর্তমান সময় পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গ লীলাসমূহ প্রকাশ অব্যাহত রাখলেন না বলে যাঁরা শোক প্রকাশ করেন, তাঁদের সান্ত্বনা প্রদানের উদ্দেশ্যে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এই সুন্দর শ্লোকটি রচনা করেছেন। এখানে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁর শ্রোতাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, শ্রীভগবান তাঁর পবিত্র ধামে তাঁর নাম ও মহিমা কীর্তনের মধ্যে এই জগতে নিত্যত উপস্থিত রয়েছেন। এই ধারণাটি *জয়তি* ("তিনি বিজয়ী") শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে, যা অতীত কালের চেয়ে বর্তমান কালের অর্থেই বলা হয়েছে।

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—"এইভাবে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ভগবান কৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করার মাধ্যমে তাঁর পরম শ্রেষ্ঠ অবস্থানের বর্ণনা শেষ করলেন—'হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, আপনার জয় হোক। আপনি পরমাত্মারূপে প্রত্যেকের হৃদয়ে উপস্থিত। তাই আপনার নাম জননিবাস। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন করা হয়েছে *ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*, অর্থাৎ ভগবান তাঁর পরমাত্মারূপে সবার হৃদয়ে বাস করেন। যদিও এর অর্থ এই নয় যে, পরমেশ্বর ভগবান রূপে শ্রীকৃষ্ণের কোন ভিন্ন অস্তিত্ব নেই। মায়াবাদী দার্শনিকগণ পরব্রহ্মের সর্বব্যাপ্ত রূপ স্বীকার করেন, কিন্তু যখন পরব্রহ্ম বা ভগবান আবির্ভূত হন, তখন তাঁরা মনে করেন যে, তিনি জড়া প্রকৃতির

অধীনে আবির্ভূত হয়েছেন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ দেবকীপুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাই মায়াবাদী দার্শনিকগণ শ্রীকৃষ্ণকে জড় জগতে জন্মগ্রহণকারী সাধারণ জীব রূপে গ্রহণ করেন। তাই শুকদেব গোস্বামী তাঁদের সাবধান করছেন—*দেবকী-জন্ম-বাদঃ*, অর্থাৎ যদিও শ্রীকৃষ্ণ দেবকীপুত্ররূপে খ্যাত, তা হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি পরমাত্মা বা সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান।

"কিন্তু ভক্তরা *দেবকীজন্মবাদঃ* কথাটিকে ভিন্নভাবে গ্রহণ করেন। ভক্তরা শ্রীকৃষ্ণকে প্রকৃতপক্ষে মা যশোদার পুত্ররূপে হৃদয়ঙ্গম করেন। যদিও শ্রীকৃষ্ণ সর্বপ্রথমে দেবকীপুত্ররূপেই আবির্ভূত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি অবিলম্বে নিজেকে মা যশোদার কোলে স্থানান্তরিত করেন এবং মা যশোদা ও নন্দ মহারাজ আনন্দের সঙ্গে তাঁর শৈশবলীলা উপভোগ করেছিলেন। বসুদেব যখন কুরুক্ষেত্রে নন্দ মহারাজ ও যশোদার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, তখন স্বয়ং তিনি এই সত্য স্বীকার করেছিলেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, কৃষ্ণ ও বলরাম প্রকৃতপক্ষে মা যশোদা ও নন্দ মহারাজেরই পুত্র। বসুদেব ও দেবকী তাঁদের কার্যকরী বাবা মা ছিলেন মাত্র.....

"শুকদেব গোস্বামী এরপর ভগবানকে *যদুবর পরিষৎ* অর্থাৎ যদুবংশের পরিষদ্-ভবন দ্বারা সম্মানিত এবং বিভিন্ন ধরনের অসুরদের নিধনকারী রূপে অভিহিত করে তাঁর মহিমা কীর্তন করলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত অসুরকে তাঁর বিভিন্ন জড়া শক্তির দ্বারা হত্যা করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তাদের মুক্তি প্রদান করতে চেয়েছিলেন বলে তাদের স্বয়ং হত্যা করতে চেয়েছিলেন। অসুরদের হত্যা করার জন্য তাঁর এই জড় জগতে অবতরণেরও কোনও প্রয়োজন ছিল না। তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগ ব্যতীত কেবলমাত্র তাঁর ইচ্ছার দ্বারাই শত সহস্র অসুর নিহত হতে পারত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর শুদ্ধ ভক্তগণের জন্য, শিশুরূপে মা যশোদা ও নন্দ মহারাজের সঙ্গে লীলা করার জন্য এবং দ্বারকার অধিবাসীদের আনন্দ প্রদানের জন্য তিনি অবতরণ করেছিলেন। অসুরদের হত্যা করে এবং ভক্তদের সুরক্ষা প্রদান করে শ্রীকৃষ্ণ ভগবৎ-প্রেমের প্রকৃত ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ভগবৎ-প্রেমের প্রকৃত ধর্ম অনুসরণ করার মাধ্যমে *স্থির-চর* রূপে পরিচিত সকল জীবই সকল জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে অপ্রাকৃত রাজ্যে স্থানান্তরিত হয়েছিল। *স্থির* বলতে বোঝায় বৃক্ষ ও লতাসমূহ যা চলতে পারে না এবং *চর* বলতে বোঝায় চলমান প্রাণীসকল, বিশেষত গাভী। শ্রীকৃষ্ণ যখন উপস্থিত ছিলেন তখন তিনি সকল বৃক্ষ, বানর এবং অন্যান্য লতা ও প্রাণীদের, যারা তাঁকে দর্শন করেছিল এবং বৃন্দাবন ও দ্বারকায় যারা তাঁর সেবা করেছিল, তাদের সকলকে উদ্ধার করেছিলেন।

"দ্বারকার রাণীদের এবং গোপীদের তাঁর আনন্দ প্রদানের জন্য শ্রীকৃষ্ণ বিশেষভাবে বন্দিত হন। শুকদেব গোস্বামী তাঁর মনোরম হাসির জন্য শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করেছেন, যার দ্বারা তিনি যে কেবল বৃন্দাবনের গোপীদেরই মুগ্ধ করতেন তাই নয়, দ্বারকার মহিষীদেরও তিনি মুগ্ধ করতেন। এই বিষয়ে ঠিক যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, সেটি হল *বর্ধয়ন্ কামদেবম্*। বৃন্দাবনে বহু গোপীর সখা রূপে এবং দ্বারকায় বহু রাণীর পতিরূপে শ্রীকৃষ্ণ তার সঙ্গে আনন্দ উপভোগের জন্য তাদের কামনাকে বর্ধিত করেছিলেন। ভগবদুপলব্ধি বা আত্ম-উপলব্ধির জন্য সাধারণত মানুষকে সহস্র সহস্র বৎসরের জন্য কঠোর তপস্যা ও প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, আর তবেই কেবল ভগবদুপলব্ধি সম্ভব। কিন্তু গোপীরা ও দ্বারকার রাণীরা কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের সখা কিম্বা পতি রূপে উপভোগ করার জন্য তাঁদের কামনা বর্ধিত করার মাধ্যমে সর্বোচ্চ পর্যায়ের মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।"

এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলার সারসংক্ষেপকারী, শুকদেব গোস্বামীর এই শ্লোকের অর্থকে শ্রীল প্রভুপাদ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্লোক ৪৯

ইত্থং পরস্য নিজবর্ত্মরিরক্ষয়াত্ত-
লীলাতনোস্তদনুরূপবিড়ম্বনানি ।
কর্মাণি কর্মকষণানি যদূত্তমস্য
শ্রূয়াদমুষ্য পদয়োরনুবৃত্তিমিচ্ছন্ ॥ ৪৯ ॥

ইত্থম্—এইভাবে (বর্ণিত); **পরস্য**—ভগবানের; **নিজ**—নিজ; **বর্ত্ম**—পথ (ভক্তির); **রিরক্ষয়া**—রক্ষার ইচ্ছার দ্বারা; **আত্ত**—ধারণকারী; **লীলা**—লীলা; **তনোঃ**—বিভিন্ন ব্যক্তিগত রূপ; **তৎ**—এদের প্রত্যেকের প্রতি; **অনুরূপ**—যোগ্য; **বিড়ম্বণানি**—অনুকরণ পূর্বক; **কর্মাণি**—কর্মসমূহ; **কর্ম**—জাগতিক কর্মের ফল; **কষণানি**—যা বিনাশ করে; **যদু-উত্তমস্য**—যদু শ্রেষ্ঠের; **শ্রূয়াৎ**—শ্রবণ করা উচিত; **অমুষ্য**—তাঁর; **পদয়োঃ**—পাদদ্বয়ের; **অনুবৃত্তিম্**—অনুসরণ করার সুযোগ; **ইচ্ছন্**—কামনা করেন।

অনুবাদ

যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতি ভক্তির ধর্মকে রক্ষা করার জন্য স্বয়ং এখানে শ্রীমদ্ভাগবতে কীর্তিত লীলা-বিগ্রহসমূহ ধারণ করেন। যিনি বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাঁর পাদপদ্মের সেবা করতে ইচ্ছুক, তাঁর, সেই সকল প্রতিটি অবতারের উপযুক্ত রূপধারী ভগবানের কর্মসমূহ শ্রবণ করা উচিত। এই সমস্ত লীলার বর্ণনা শ্রবণ কর্মফলসমূহ বিনষ্ট করে।

শ্লোক ৫০

মর্ত্যস্তয়ানুসবমেধিতয়া মুকুন্দ-
শ্রীমৎকথাশ্রবণকীর্তনচিন্তয়েতি ।
তদ্ধাম দুস্তরকৃতান্তজবাপবর্গং
গ্রামাদ্বনং ক্ষিতিভুজোঽপি যযুর্যদর্থাঃ ॥ ৫০ ॥

মর্ত্যঃ—কোনও মানুষ; **তয়া**—এইভাবে; **অনুসবম্**—নিরন্তর; **এধিতয়া**—বর্ধিত; **মুকুন্দ**—শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে; **শ্রীমৎ**—সুন্দর; **কথা**—কথা; **শ্রবণ**—শ্রবণ করার দ্বারা; **কীর্তন**—কীর্তন করা; **চিন্তয়া**—এবং চিন্তা করা; **এতি**—গমন করে; **তৎ**—তাঁর; **ধাম**—ধামে; **দুস্তর**—অবশ্যম্ভাবী; **কৃত-অন্ত**—মৃত্যুর; **জব**—শক্তির; **অপবর্গম্**—পরিত্যাগের স্থান; **গ্রামাৎ**—কারও জড় গৃহ থেকে; **বনম্**—বনে; **ক্ষিতি-ভুজঃ**—রাজা (প্রিয়ব্রতর মতো); **অপি**—ও; **যযুঃ**—গমন করেছিলেন; **যৎ**—যাকে; **অর্থাঃ**—প্রাপ্ত হওয়ার জন্য।

অনুবাদ

নিত্য বর্ধিত নিষ্ঠার সঙ্গে ভগবান মুকুন্দের বিষয়ে নিয়মিত শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণের মাধ্যমে যে কেউ অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর প্রভাব রহিত দিব্য ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হবেন। এই উদ্দেশ্যে মহান রাজাগণ সহ বহু ব্যক্তি তাঁদের জড়গৃহ পরিত্যাগ করে বনে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের জন্য এই শ্লোকটি ফলশ্রুতি স্বরূপ। শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ করার মাধ্যমে ভক্তির পন্থাটি শুরু হয়। যখন কেউ যথাযথভাবে এইসকল কথা শ্রবণ করেন, তিনি তখন অন্যের কল্যাণের জন্য তা কীর্তন করেন এবং গভীরভাবে এর গুরুত্ব বিবেচনা করেন। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরম বিশ্বাসের সর্বোচ্চ সীমা প্রদানকারী ভক্তির দিকে পরিচালিত হন। এই বিশুদ্ধ ভক্তি, যথাসময়ে শ্রীভগবানের নিজ ধামের নিত্য, চিন্ময় জীবনে ফিরে গিয়ে শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গ সেবায় প্রবেশ করার যোগ্যতা প্রদান করে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর আরাধ্য শ্রীভগবানের পাদপদ্মে বিনীতভাবে দশম স্কন্ধের ভাষ্য প্রদান করে প্রার্থনা করছেন—

মদ্‌গবীরপি গোপালঃ স্বীকুর্য্যাৎ কৃপয়া যদি ।
তদৈবাসাং পয়ঃ পীত্বা হৃষ্যেয়ুস্তৎ প্রিয়া জনাঃ ॥

"ভগবান গোপাল যদি কৃপা করে আমার বাক্যরূপ গাভীদের গ্রহণ করেন, তা হলে তাঁর প্রিয় ভক্তরা তা শ্রবণ করার মাধ্যমে উৎপাদিত দুগ্ধামৃত পান করে আনন্দ লাভ করতে পারেন।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমাসমূহের সংক্ষিপ্তসার' নামক নবতিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধটি ১৯৮৮ সালের ২৭শে ডিসেম্বর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শুভ তিরোভাব দিবসে সমাপ্ত হল।